নভেম্বর ২০১৬, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৫

“বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার চাকরি জীবনের অন্যতম সুখময় স্মৃতি ও উজ্জ্বল উপাখ্যান হ'ল বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

সেলিমা বেগম
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার নিয়মিত পরিবেশনা স্মৃতিময় দিন। এই আয়োজনের এবারের অতিথি প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক সেলিমা বেগম। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেন এবং ২০১৪ সালে উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে গোনা কয়েকজন নারী কর্মকর্তার মধ্যে তিনি একজন এবং প্রত্যেকের প্রিয় আপা হিসেবে সুখ্যাত। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ।

দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

দীর্ঘ ব্যস্ত কর্মজীবন শেষে কিছুটা একাকীত্ব বোধ করি। সংসারের কাজ করি। আগে থেকে আমার খুব বাগান করার শখ। তাই এখন বাগানের পিছনে অনেকটা সময় ব্যয় করার সুযোগ পাই। এ ছাড়া গান শুনি, বই পড়েও সময় কাটাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদানের অনুভূতি যদি আমাদের জানাতেন-

বাংলাদেশ ব্যাংকের তিনটি বিভাগে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। তিনটিতেই উত্তীর্ণ হই। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিতে যোগ দিই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমার চাকরি হওয়াতে মা-বাবা খুব খুশি ও গর্বিত হয়েছিলেন। মূলত তাঁদের উৎসাহেই আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম।

‘নারী কর্মজীবীর অবশ্যই তাঁর স্বামী ও পরিবারের সহযোগিতা প্রয়োজন।’- *সেলিমা বেগম*

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন-

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিজীবনে তৎকালীন পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট, অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট ও এইচআরডি-১ এ দীর্ঘ সময় কাজ করেছি। মাঝে স্বামীর কূটনৈতিক কর্মসূত্রে জুন ১৯৯৪ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত লিয়েনে জাপানে ছিলাম।

আপনি দীর্ঘদিন তৎকালীন অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্টে (বর্তমানে বিএফআইইউ) দায়িত্ব পালন করেছেন, এটি সম্পর্কে কিছু বলুন-

আমি তৎকালীন অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘ আট বছর দায়িত্ব পালন করি। সেসময় বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রযুক্তির ব্যবহার সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও মানি লন্ডারিং নতুন বিষয় তাই এ বিষয়ে ধারণা নিতে আমরা দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। সেসময় এ বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্কুলার, পলিসি তৈরি করতে হয়েছে, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ পেয়েছি।

বিভিন্ন সময় ব্যাংকের নারীদের নিয়ে বিভিন্ন আয়োজন করেছেন, সে বিষয়ে যদি একটু বলতেন-

বাংলাদেশ ব্যাংকে নারী কর্মজীবীরা সংখ্যায় কম। তাই সবার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই মূলত এ ধরনের আয়োজন করতাম। বিদায় অনুষ্ঠান, শোক সভা, কারো অসুস্থতার জন্য দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজনে অংশ নিয়েছি। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ তৈরির প্রয়াশেই আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

কর্মজীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতির কথা যদি বলতেন-

বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার চাকরি জীবনের অন্যতম সুখময় স্মৃতি ও উজ্জ্বল উপাখ্যান হ'ল বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তঃব্যাংক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব আয়োজিত ইনডোর গেমসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা প্রায় সব খেলাতেই প্রথম স্থান অধিকারের রেকর্ড ছিল আমার। এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সূত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা অফিসের অনেকের সাথে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি গড়ে উঠে।

আপনার পেশাগত ও ব্যক্তিজীবন কখনো সাংঘর্ষিক হয়েছে কি ?

এ বিষয়ে আমার অভিমত হ'ল- নারী কর্মজীবীর অবশ্যই তাঁর স্বামী ও পরিবারের সহযোগিতা প্রয়োজন। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব থাকলে কোনো নারীর পেশাগত ও ব্যক্তিজীবন কখনোই সংঘর্ষময় হবে না। আমি এই সুবিধা ও সহযোগিতা সবসময়ই পেয়েছি।

আপনার সময়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন ?

বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বব্যাপী। আমাদের সময় একটি নোট লেখার পর তা সঠিক ও গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে অনেক সময় ব্যয় হত। প্রযুক্তির ফলে এখন সব কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়।

(৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৫ প্রদান উপলক্ষে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ হলে ১৮ অক্টোবর ২০১৬ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মোঃ ইউনুসুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৫ অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ও অন্য অতিথিগণ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ফলে বর্তমানে আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এখন এই অর্থের সদ্ব্যবহারের সময় এসেছে। তাই আমরা ভাবছি এটাকে কীভাবে বিনিয়োগে নিয়ে আসা যায়। তিনি বলেন, রেমিট্যান্স যখন বেশি হয় তখন দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বেশ বড় একটা অংশ আমাদের কাছে আসে। এ টাকা আমাদের অনেক সুবিধা দেয়। আমরা চিন্তা করছি, আপনাদের কাছ থেকে ঋণ নেব। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে ব্যাহত করার জন্য কোনো উদ্যোগই সফল হবে না। হরতাল, ধর্মঘট সমাজ প্রত্যাখ্যান করছে। সে হিসেবে বলা যায় অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবেই। আর আগামী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রবাসীদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই আজকের এ আয়োজন। আপনাদের এই অসামান্য অবদানের যে স্বীকৃতি আমরা দিচ্ছি, তা একেবারেই সামান্য। প্রবাসীদের হুন্ডির মাধ্যমে টাকা না পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে গভর্নর বলেন, হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে এই অর্থের অংশ চোরাচালান, মাদক ব্যবসাসহ জঙ্গি অর্থায়নে ব্যবহার করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে তাতে দেশের অনেক উপকার হয়। আর অবৈধ পথে অর্থ পাঠালে তাতে একদিকে দেশের ক্ষতি হয় অন্যদিকে জঙ্গি অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিংয়ের পথে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কষ্টার্জিত অর্থ যাতে জঙ্গিবাদে ও মানি লন্ডারিংয়ে না যায় সেজন্য প্রবাসীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাংকিং চ্যানেলে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ২৬ জন রেমিটার, পাঁচজন বন্ডে বিনিয়োগকারী এবং চারটি অনিবাসী বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউসকে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৫ প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ রেমিটার ও বন্ডে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাস করছেন। এছাড়া কাতার, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, ফিজি ও যুক্তরাজ্যে বসবাসকারীরাও রয়েছেন। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আটজনের হিসাব জনতা ব্যাংকে, চারজনের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে, তিনজনের সোনালী ব্যাংকে, তিনজনের এইচএসবিসিতে, তিনজনের পূবালী ব্যাংকে, তিনজনের ব্যাংক এশিয়া, দুইজনের এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে এবং অপর ছয়জনের হিসাব অগ্রণী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং এনআরবি ব্যাংকে রয়েছে। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত এক্সচেঞ্জ হাউস Placid NK Corporation, National Exchange Company S.R.L, NEC Money Transfer Entidad de Pago S.A. I KMB International Money Transfer Limited যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেন ও যুক্তরাজ্যে অবস্থিত। উক্ত অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে এস. এম. পারভেজ তমাল, দেওয়ান সাদেক আফজাল, মোহাম্মদ মাহ্তাবুর রহমান ও মোহাম্মদ ইদ্রিস ফারাজী বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া জনতা ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান রাখেন।

উল্লেখ্য, এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ক্ষেত্রকে পূর্বের চাইতে প্রসারিত করা হয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাজীবীর পাশাপাশি বিদেশে সাধারণ কাজ করছেন এরূপ ব্যক্তিদেরও মনোনীত করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত অনিবাসি বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অ্যাওয়ার্ডের তালিকায়।

এ সকল এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক মালিকানা ও ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে ২০১৫ সালে রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণকে মূল মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম. ফজলুল হক মিঞা ৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (বিশেষায়িত) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যানে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এ কে. এম. ফজলুল হক মিঞা ১৯৮৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, তুরস্ক ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন।

এ. কে. এম. ফজলুল হক মিঞা

সংশোধনী

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা অক্টোবর ২০১৬ সংখ্যায় 'বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান বিষয়ক সভা' শীর্ষক সংবাদে ভুলবশত বাংলাদেশ ব্যাংক পরিসংখ্যান বিভাগের নির্বাহী পরিচালক এ. কে. এম. ফজলুল হক মিঞা (চলতি দায়িত্বে) এর স্থলে (বর্তমানে পিআরএল) ছাপানো হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রীর টাকা জাদুঘর পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। বাণিজ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং উপমহাব্যবস্থাপক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমির অধ্যক্ষ কে. এম জামশেদুজ্জামানসহ একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা, এ কে এম মহিউদ্দিন আজাদ এবং রোকেয়া আক্তার উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী জাদুঘরের প্রদর্শন গ্যালারি ও স্যুভেনির শপ ঘুরে দেখেন এবং টাচ্ স্ক্রিন, থ্রি-ডি টিভি, ফটো কিয়স্ক ইত্যাদি উপভোগ করেন। তিনি ফটো কিয়স্কে নিজের ছবি সম্বলিত স্যুভেনির নোটও মুদ্রণ করেন। জাদুঘরের নান্দনিক সৌন্দর্য, প্রদর্শিত নিদর্শন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়ের তিনি প্রশংসা করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন স্মারক নোট উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়

মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামান টাকা জাদুঘরের পক্ষ হতে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদকে বিভিন্ন স্মারক নোট উপহার হিসেবে প্রদান করেন। মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাকা জাদুঘর বাস্তবায়ন টীমের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী জাদুঘরের সভাকক্ষে টাকা জাদুঘরের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। এ সময় তিনি পরিদর্শন বহিতে টাকা জাদুঘর সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন।

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২য় সংলগ্নী ভবনের ২৭ তলায় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব কর্তৃক 'Memorable Events during Eid Vacation' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের বাতায়ন কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সভায় ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সভাপতি ও উপমহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন খান রাজীব সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাটি পরিচালনা করেন ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের যুগ্মসম্পাদক ও যুগ্মপরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম।

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল মজিদ চৌধুরী সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন এবং সবাইকে স্বাগত জানান। প্রধান অতিথি মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। সেসাথে তিনি ভবিষ্যতে ক্লাবের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ক্লাবের সদস্যদের নিয়মিত ভিত্তিতে ইংরেজিতে ম্যাগাজিন প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত ভিত্তিতে সমসাময়িক বিষয়ের উপর এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনাসহ ক্লাবের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ন্যূনতম ব্যয় নির্বাহের জন্য ফান্ডের সংস্থান করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথি ও চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক উপস্থিত সদস্যদের বক্তব্য মূল্যায়ন করে বক্তব্য প্রদান করেন এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চারটি মূল দক্ষতা অর্থাৎ শোনা, বলা, পড়া ও লেখার উপর সমান গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ দেন। তিনি ইংরেজিকে শুধু একটি ভাষা নয় বরং এটিকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তুলনা করেন এবং নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে সহমত করতে একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সবশেষে, ২৭ তলায় ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক ড. শামীম আরার নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের অতিথি ও অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ক্লাবের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা - মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা -১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ bank.parikroma@bb.org.bd

ম্যাক্রোইকোনোমিক মডেলিং অ্যান্ড ফোরকাস্টিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ২০ অক্টোবর ২০১৬ 'Macroeconomic Modelling & Forecasting' বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. জামালউদ্দিন আহমেদ। সেমিনারের চেয়ারপারসন ছিলেন বিবিটিএ'র প্রিন্সিপাল কে. এম জামশেদুজ্জামান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ফজলে কবির বলেন, গবেষণা হচ্ছে চিন্তাশীলদের জন্য মানসিক অনুশীলন। তিনি আশা প্রকাশ করেন গবেষণা কর্ম প্রণয়নে ব্যাংকের তরুণ প্রজন্ম তাদের উচ্চা শিক্ষা নিয়ে আরো এগিয়ে যাবে। গভর্নর উল্লেখ করেন বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০ জন গবেষক নিয়ে দেশের বৃহৎ 'Public Researcher Hub' হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন মনিটরি পলিসি প্রণয়ন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজ। এর সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিষয়গুলো তরুণ কর্মকর্তাগণ নিষ্ঠার সাথে চর্চা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এসময় গভর্নর দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সাতটি বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্র প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। গভর্নর দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেমিনার আয়োজন করায় বিবিটিএ'র ফ্যাকাল্টিবৃন্দ, কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অভিনন্দন জানান ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

গবেষণাপত্র উপস্থাপনকারী কর্মকর্তাদের সাথে প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিরা

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. জামালউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক গবেষণা কর্মের জন্য উৎকৃষ্ট এবং আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বিদেশি কনসালটেন্টদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে তরুণ কর্মকর্তারা যারা গবেষণা কর্মে ভালো করছে তাঁদের আরো বেশি সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন।

স্বাগত বক্তব্যে বিবিটিএ'র প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান সেমিনারে উপস্থিত থাকার জন্য গভর্নর ফজলে কবিরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তারা অনেকাংশেই গবেষণার প্রতি উৎসাহিত হয়ে উঠছে, এই সেমিনার তারই প্রতিচ্ছবি। একইসাথে সফলভাবে গবেষণাপত্র সম্পন্ন ও উপস্থাপনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। উদ্বোধনী পর্বের সমাপনী ভাষণ দেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পেপার প্রেজেন্টেশনের প্রথম সেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বিজনেস অ্যান্ড ইকনোমিক্স বিভাগের ডিন ড. আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী। এ সেশনে ডিটারমিন্যান্টস অব ফুড ইনফ্লেশন ইন বাংলাদেশ, ডিটারমিন্যান্টস অব ব্যাংক ডিপোজিট অব বাংলাদেশ এবং ইমপ্যাক্ট অব রিয়াল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট এ তিনটি বিষয়ের উপর নিজেদের তৈরি পেপারের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়। সেশন শেষে পেপার সংশ্লিষ্ট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে আলোচনার নির্ধারিত বক্তা হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ড. ফয়সল আহমেদ এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মিজানুল হক কাজল। নির্ধারিত বক্তাদের আলোচনা-সমালোচনা শেষে উপস্থিত সবার মতামতের জন্য ওপেন ফ্লোর ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সেশন চেয়ার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বিজনেস অ্যান্ড ইকনোমিক্স বিভাগের ডিন ড. আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী উপস্থাপিত তিনটি পেপার নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সেমিনারের দ্বিতীয় সেশনের সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী। এ সেশনে চারটি বিষয়ে পেপার প্রেজেন্টেশন দেন নির্ধারিত গবেষক দল। সেশন শেষে পেপার সংশ্লিষ্ট আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সেশনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ড. আখতারুজ্জামান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন। এরপর সেশন চেয়ার বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী উপস্থাপিত চারটি পেপার নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে বিবিটিএতে দুই মাসব্যাপী 'Macroeconomic Modelling & Forecasting' শীর্ষক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা সাতটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর এ পেপার (গবেষণাপত্র) প্রণয়ন এবং উপস্থাপন করেন।

ব্যাংকগুলোর নিরাপত্তা জোরদারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা

নিরাপত্তা জোরদারের জন্য প্রতিটি ব্যাংক শাখার স্বয়ংক্রিয় সতর্কীকরণ পদ্ধতির (অটো অ্যালার্ম সিস্টেম) সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এমন দরজা স্থাপন করতে হবে। যাতে অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায় এবং পিন কোড ছাড়া খোলা না যায়। এই অ্যালার্ম পদ্ধতিটি এমন জায়গায় বসাতে হবে যাতে অননুমোদিত কেউ চাইলেই সেটিকে বিকল বা এর কার্যকারিতা পরিবর্তন করতে না পারে।

এছাড়া লেজার বিমযুক্ত অ্যালার্ম পদ্ধতি স্থাপন করতে হবে যেন রাতেও ব্যাংক অধিকতর নিরাপত্তা বলয়ে থাকে। অ্যালার্ম পদ্ধতির সঙ্গে গতিবিধি লক্ষ্য করে দিক পরিবর্তন করতে পারে এমন ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে। ১৭ অক্টোবর ২০১৬ ব্যাংক শাখার নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন এ নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জারি করা এক সার্কুলার লেটারে বলা হয়, ব্যাংক শাখার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গত বছরের ৫ জুলাই এক সার্কুলারে চুরি, ডাকাতিসহ যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি ব্যাংক শাখায় অটো অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ওই অটো অ্যালার্ম সিস্টেমস্ আরো বেশি কার্যকর করতে নতুন করে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গত ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ছোট-বড় চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এর পরপরই ব্যাংকগুলোর ভল্টের নিরাপত্তা বাড়াতে গত বছরের জুলাইয়ে অটো অ্যালার্ম সিস্টেম চালুর পরামর্শ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নতুন সার্কুলারে সেটিকে আরো আধুনিক ও যুগোপযুগী করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এসএমই নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আয়োজনে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাজশাহী অঞ্চলে এসএমই নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া।

মতবিনিময় সভায় নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া বক্তব্য রাখছেন

বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক ওয়াহিদা নাসরিন। সভায় রাজশাহী অঞ্চলের ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, রাজশাহী উইমেন চেম্বারের সভাপতি, বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের কর্মকর্তা, অন্যান্য ব্যবসায়িক চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ এবং এর উন্নয়নকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিএমএসএমই খাতে বিশেষ করে তৃণমূল নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আওতাভুক্ত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ সকল স্টেকহোল্ডারের প্রতি আহ্বান জানান।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত পদক্ষেপ শীর্ষক উপস্থাপনা করেন প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক ওয়াহিদা নাসরিন। তিনি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিক তথ্যাদি এবং ঋণ প্রাপ্তি ও বিতরণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ও সভার বিশেষ আলোচক স্বপন কুমার রায় তাঁর বক্তব্যে গতানুগতিক কার্যক্রমের বাইরে সরকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক মানুষের আয় সমানুপাতিক হারে উন্নীতকরণের আবশ্যকতা ও তা বাস্তবায়নে সিএমএসএমই খাতের ভূমিকা এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বর্ণনা করেন। মহাব্যবস্থাপক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান। সভায় রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, রাজশাহী উইমেন চেম্বারের সভাপতি, বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনায় উঠে আসা প্রশ্ন ও অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান করা হয়।

সভায় তিনজন নারী উদ্যোক্তাকে প্রকাশ্যে মোট ৯৫ লক্ষ টাকার এসএমই ঋণের ডামি চেক হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের এসএমই বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক শেখ মোহাম্মদ হালিম উদ্দিন শাহ্ এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের যুগ্মপরিচালক মোঃ মোবারক হোসেন। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি অসীম কুমার মজুমদার সভায় যোগদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মতবিনিময় ও প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকটির ভৈরব শাখার সহযোগিতায় ১৩ আগস্ট ২০১৬ স্থানীয় পাদুকা শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও কারিগরদের সাথে মত বিনিময় এবং প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি কারিগর ও উদ্যোক্তাদের আর্থিক চাহিদা ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে তাদের মাঝে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করেন।

সভায় আলোচকগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা বিভিন্ন শিল্প ক্লাস্টার সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণের মূলধনজনিত সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি দেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখছে বলে তারা একমত প্রকাশ করেন।

সিএমএসএমই শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম (সিএমএসএমই) খাত সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার, কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ অন্যান্য উপখাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি কর্মশালা ১-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় Rational Input Template (RIT)'র কারিগরি এবং বিজনেস সংক্রান্ত বিষয়সমূহের পরিচিতি এবং এর মাধ্যমে এসএমই সংক্রান্ত বিবরণী দাখিলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ আবুল বশরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় একই বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইএসডিডির প্রোগ্রামার মোঃ কামরুল হাসান এবং সহকারী প্রোগ্রামার মোঃ মেহেদী হাসান এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। RIT এর মাধ্যমে এসএমই সংক্রান্ত বিবরণী দাখিলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে সভায় আলোচকরা মত প্রকাশ করেন।

সিলেট অফিস

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শোক সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিল

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ) এর আঞ্চলিক কমিটি, সিলেট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ আগস্ট ২০১৬ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিলের আয়োজন করে। অফিসের প্রশিক্ষণ হলে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ) এর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মোঃ মোফাখ্‌খারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজিজুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সাবেক এমপি শফিকুর রহমান চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন। এছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে জাতির জনকের অবদানের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও সিলেট জেলার সভাপতি প্রকৌশলী এজাজুল হক, এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ)'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক,

বক্তব্য রাখছেন আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক

সিলেট জেলা শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম রশীদ চৌধুরী। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক বঙ্গবন্ধু পরিষদ, সিলেটের সভাপতি মোঃ শওকত আলী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আহমদ আলী, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক ও উপপরিচালক সুব্রত তালুকদার এবং মোঃ কবীর আহমদ শরীফ, সুধাংশু রঞ্জন দেব, বিপ্লব চন্দ্র দত্ত ও সহকারী পরিচালক রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভা শেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বরিশাল অফিস

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে ৩-৪ অক্টোবর ২০১৬ মেয়াদে 'Integrated Supervision System (ISS)' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী

কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিস এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ শাহীন উল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিশাল অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমজাদ হোসেন খান। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ISS এর গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও এর নানা দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, ঢাকার উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের আয়োজনে ২৫-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ Banking Laws and Regulations শীর্ষক বহিঃ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং Regulatory Issues and Handling Risk in Banking শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। বরিশালের তফসিলি ব্যাংকগুলোর প্রধানদের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্য রাখেন বিআইবিএমের অধ্যাপক ড. শাহ্ আহসান হাবীব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের ফ্যাকাল্টি মোঃ নাজির হোসেন, মোঃ মাসুদুল হক এবং বরিশাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে বরিশালের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধিবিধানের ওপরে আলোকপাত করেন বিআইবিএমের ফ্যাকাল্টি মোঃ নাজির হোসেন ও মোঃ মাসুদুল হক এবং বরিশাল অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমজাদ হোসেন খান এবং মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী

খুলনা অফিস

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ শীর্ষক কর্মশালা

খুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ শীর্ষক এক কর্মশালা একটি বেসরকারি সংস্থার আয়োজনে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক।

ভিজ্যুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পিপলস সোসাইটি (ভিপস) এবং ফাউন্ডেশন অব দি ডিফারেন্টলি অ্যাবেল্ড (এফডিএ) এর যৌথ উদ্যোগে প্রোমোটিং দ্য ইকোনোমিক্যাল অ্যান্ড ব্যাংকিং রাইটস অব পারসনস উইথ ডিসএবিলিটি ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট এর আওতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ভিপসের সহ-সভাপতি ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম, খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সহ-সভাপতি গোপী কিষাণ মুন্দড়া, সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এ কে আহমেদ ফজলুর রহমান, ভিপসের সাধারণ সম্পাদক নাজমা আরা বেগম পলি প্রমুখ।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট থেকে জারি করা সার্কুলারের সূত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পলিসি, সমস্যা, সম্ভাবনা ও বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের করণীয় সম্পর্কে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম রিপোর্টিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৭-১৯ অক্টোবর ২০১৬ অফিসের কনফারেন্স রুমে ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ১২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ রবিউল ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক এস, এম, হাসান রেজা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্মশালা পরিচালক ও বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক শেখ মোঃ সেলিম। কর্মশালায় শেখ মোঃ সেলিম এবং প্রধান কার্যালয়ের ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সেলের উপপরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

তিনদিনের এই কর্মশালার সমন্বয়কারী হিসেবে বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাহিনুর আলম দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং ২) এর যুগ্মপরিচালক সুদাম চন্দ্র বাইন।

মাগুরায় ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন

খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, মাগুরা শাখার উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর ২০১৬ মাগুরা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় ব্যাংকার-এসএমই উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০১৬। মাগুরার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলার রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড যশোর অঞ্চলের টেরিটরি ম্যানেজার নাজমুল হক ও মাগুরা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ শরীফুল ইসলাম।

নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমইকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল খাত হিসেবে অভিহিত করে ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক দায়বোধের অংশ হিসেবেও এ খাতের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য স্থানীয় ব্যাংকারদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সমাবেশে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা করেন খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ। এছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধানগন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের এসএমই ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া এসএমই উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির বিষয়ে ধারণা লাভ করেন ও নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৬ অক্টোবর ২০১৬ অফিসের কনফারেন্স রুমে 'Policy/Derivatives and Current Issues of Bangladesh Bank' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্মশালা পরিচালক, বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থানীয় উচ্চপদস্থ ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম। এছাড়াও স্থানীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং ২) এর যুগ্মপরিচালক সুদাম চন্দ্র বাইন।

অতিথিবৃন্দের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

খুলনা অফিস

সঞ্চয়পত্রের বিধিমালা ও নীতিমালা বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আয়োজনে ২ অক্টোবর ২০১৬ খুলনা অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সঞ্চয়পত্রের বিধিমালা ও নীতিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিস ও এর আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ, ডাক বিভাগ ও সঞ্চয় বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাবুল কুমার সাহা। খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক আনন্দ মোহন দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে অতিথিরা জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর পরিচালিত ‘উঠান বৈঠক’ কর্মসূচির প্রশংসা করেন এবং সঞ্চয় ব্যুরো, ডাকবিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকেও সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণ পর্বে সঞ্চয়পত্র রুলস/নীতিমালা প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উপপরিচালক মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। সঞ্চয়পত্র, রেজিস্টার, স্বাক্ষর কার্ড, ফরম মুদ্রণ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতির ওপরে কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করেন একই অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল বারিক। সঞ্চয়পত্র নগদায়ন ও পুনর্ভরণের বিষয়টি নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। এছাড়া একই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যুগ্মপরিচালক গোলাম সারোয়ার গাজী আলোচনা করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিবৃন্দ

এসএপি ও ডিএমএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬-১৭ অক্টোবর ২০১৬ প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর উদ্যোগে খুলনা অফিসে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের এসএপি (এইচআর-পে-রোল)-তে কাজ করার ক্ষেত্রে ও ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, বিকল্প কর্মকর্তা মনোনয়ন ও সিস্টেমের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেপারলেস ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় ছিল খুলনা অফিসের আইসিটি সেল। প্রশিক্ষক দলে ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক কাজী আক্তারুল ইসলাম, সিস্টেম অ্যানালিস্ট জাকিউল আলম সরকার, উপপরিচালক আলিম-উর-রাজী সৈয়দ, এস এম এস আসাদ ও ওবায়দুল্লাহ আল মাসুদ।

রাজশাহী অফিস

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ‘Introduction to Foreign Exchange and Foreign Trade’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী ও এর আওতাধীন ৩৪টি অথরাইজড্ ডিলার ব্যাংকের মোট ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও রিসোর্স পারসন

স্মৃতিময় দিন (২য় পৃষ্ঠার পর)

Avcbvi eYv¨ e¨w³Rxeb m¤ú‡K wKQz ejyb-

আমার স্বামী ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইসাথে তিনি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির চিফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্বরত। ২০১০ সালে তিনি সরকারের সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আমার দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ে তানিয়া যারিফা মজিদ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএতে ভ্যালেডিকটোরিয়ান হিসেবে প্রেসিডেন্টের গোল্ড মেডেল পায়। পরে আমেরিকার নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে সেখানেই কর্মরত রয়েছে। ছোট মেয়ে বিথুন তাসনুভা মজিদ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সে অনার্স শেষে এআইইউবি থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে ব্র্যাক এনজিওতে সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। ছেলে আদিব মোহাম্মদ তৌসিফ ইন্টারন্যাশনাল লিডার অব টুমরো (ILT) স্কলারশিপ পেয়ে কানাডার ভ্যানকুভারে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া থেকে এনার্জি কনজারভেশনে অনার্স করে। পরে সুইডেনের কেরোলিনস্কা ইন্সটিটিউট, স্টকহোম থেকে মেডিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে নভো নরডিস্কে কর্মরত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠাচ্ছে- এ বিষয়ে কিছু বলুন।

এটা খুবই বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী উদ্যোগ। কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে আমিও মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভারত ভ্রমণ করেছি। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে জাপান, আমেরিকা, কানাডা, সৌদি আরব, চীন, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নেপাল ও ভূটান ভ্রমণ করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংক আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান আজীবন আমার মনের মণিকোঠায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সকল পাঠককে জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের সহজ পাঠ

আবদুল কাদের সোহেল

বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো দেশেরই দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখার সুযোগ নেই। কোনো দেশই যেহেতু নিজেদের সমস্ত প্রয়োজন নিজস্ব উৎপাদন দিয়ে মেটাতে পারে না তাই তাকে বিভিন্ন দেশের সাথে লেনদেন করতে হয়। আর এই লেনদেন হয় বৈদেশিক মুদ্রায়। বৈদেশিক মুদ্রা যে কোনো দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশটা যদি আমাদের মতো স্বল্প উন্নত বা উন্নয়নশীল হয় তবে তার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। এই মহামূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বিষয়ক যথাযথ নীতি প্রণয়নে (যার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর অর্পিত থাকে) এমন কিছু থাকা দরকার যার মাধ্যমে কোন দিক দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আসছে অথবা কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে খুব সহজে ধারণা পাওয়া যাবে। তাই নীতি প্রণয়নে সহায়তা পাওয়ার জন্য অন্যান্য দেশের সাথে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক) বৈদেশিক মুদ্রায় যে লেনদেন হয় তার হিসাব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষণ করে। এই হিসাবকেই বলা হয় ব্যালেন্স অব পেমেন্টস। কিন্তু হুন্ডি বা অন্যান্য অবৈধ লেনদেন এতে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সংজ্ঞা

সাধারণত এক বছর সময়ের মধ্যে একটি দেশের সাথে অন্যান্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রায় যে লেনদেন সংঘটিত হয় তার (দুতরফা দাখিলা ভিত্তিক এক বিশেষ হিসাব) বিবরণী হ'ল ব্যালেন্স অব পেমেন্টস।

উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞায় ব্র্যাকেটে লেখা 'দুতরফা দাখিলা ভিত্তিক এক বিশেষ হিসাব' এই জটিল কথাটির ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করব। যদি আমরা বৈদেশিক লেনদেনগুলোর প্রকৃতি বা ধরন বিষয়ে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি তবে এই জটিল কথাটি বুঝা খুব একটা কঠিন হবে না।

বৈদেশিক লেনদেন বিশ্লেষণের চেষ্টা

যখন কোনো বৈদেশিক লেনদেনে একদিকে দেশের আয় হয় তখন অন্যদিকে ঐ আয়ের কারণে দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে ব্যয়ের কারণে সম্পদ হ্রাস পায়। যেমন- একদিকে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করে যখন আমরা ডলার আয় করি, তখন অন্যদিকে আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিদেশি ব্যাংক হিসাবে (যা নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট নামে পরিচিত) ঐ আয়ের ডলার জমা হওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এভাবে একটি লেনদেনকে দুইবার দেখিয়ে হিসাব বিবরণী তৈরি করার পদ্ধতিকে দুতরফা দাখিলা বলা হয়েছে।

কিন্তু লেনদেন সবসময় আয় কিংবা ব্যয় সংক্রান্ত হতেই হবে এমনটি নয়। কারণ শুধুমাত্র সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি ধরনের লেনদেনও তো হতে পারে। উদাহরণ দিলে বুঝতে সহজ হবে। যেমন- আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে যে বৈদেশিক মুদ্রা জমা আছে তা যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিনে নিয়ে তার নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে জমা করে সেক্ষেত্রে সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি ধরনের লেনদেন সংঘটিত হয়। একদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট হতে সম্পদ হ্রাস পায় এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। (উল্লেখ্য, লেনদেনে দায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, যা সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধির বিপরীত তাই আলাদা ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল না।) অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেনকে দুইবার এন্ট্রি দেওয়া পদ্ধতিটি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বা Double Entry System নামে পরিচিত।

উল্লিখিত বিশ্লেষণের আলোকে বৈদেশিক লেনদেনগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেন ও ২) সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত লেনদেন। বৈদেশিক লেনদেনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি লেনদেন হয় ১ নং এবং ২ নং কে একসাথে প্রভাবিত করে অথবা শুধুমাত্র ২নং কে দুইবার বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে।

লেনদেনের এই বিভাজনের কারণে ব্যালেন্স অব পেমেন্টসকে প্রধানত দুই ভাগে দেখানো হয়।

- কারেন্ট অ্যাকাউন্ট/চলতি হিসাব (আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেনগুলো এই হিসাবে দেখানো হয়) ও
- ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট/মূলধনী হিসাব (সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত লেনদেনগুলো এই হিসাবে দেখানো হয়)।

যদিও বর্তমানে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টকেও বিভাজিত করে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে (আইএমএফের Balance of Payments Manual অনুসারে) ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু উভয় অ্যাকাউন্টেই (ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট) সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত লেনদেনগুলোই দেখানো হয়।

কারেন্ট অ্যাকাউন্ট/ চলতি হিসাব

পত্র-পত্রিকায় আমরা মাঝেমধ্যে পড়ে থাকি- 'এই বছর চলতি হিসাবে ঘাটতি হয়েছে' অথবা 'চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত হয়েছে'। এর অর্থ হ'ল যে বছর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেন হতে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি করি তখন চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত হয় অন্যথায় ঘাটতি হয়। অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যখন ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয় তখনই উদ্বৃত্ত হয়, বিপরীতে ঘাটতি হয়।

বৈদেশিক মুদ্রায় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেন মূলত চার উপায়ে হয়ে থাকে। যেমন- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সেবা ক্রয়-বিক্রয়, বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি এবং ট্রান্সফার ইত্যাদি। তাই কারেন্ট অ্যাকাউন্টকে চার ভাগে ভাগ করা হয়-

ক) ট্রেড ব্যালেন্স (পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়-ব্যয় এখানে দেখানো হয়, অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানি);

খ) সার্ভিস ইনকাম (সেবা/সার্ভিস থেকে প্রাপ্ত আয়-ব্যয় এখানে দেখানো হয়);

গ) প্রাইমারি ইনকাম (বেতন-ভাতা, সুদ ও মুনাফা এখানে দেখানো হয়); ও

ঘ) সেকেন্ডারি ইনকাম (গভর্নমেন্ট ট্রান্সফার, প্রাইভেট ট্রান্সফার যেমন ওয়ার্কার্স' রেমিট্যান্স)।

ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট

এই হিসাবের একটি মাত্র উপহিসাব আছে। তা হ'ল ক্যাপিটাল ট্রান্সফার। যাতে ফিক্সড অ্যাসেটের হস্তান্তর, বৈদেশিক দায় অবমুক্তি, অনুদান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট

এই হিসাবের মোট উপহিসাব চারটি।

১. ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট;

২. ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট;

৩. অন্যান্য বিনিয়োগ (এর মধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টগুলোর হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকে); ও

৪. রিজার্ভ অ্যাসেটস (এই ফিগার দেখে চলতি বছরে একটি দেশ কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অতিরিক্ত অর্জন করল কিংবা হারাল তা জানা যায়)।

ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের হিসাব বিজ্ঞান

১) কারেন্ট অ্যাকাউন্ট/ চলতি হিসাব : এটিকে চলতি হিসাব না বলে চলতি আয় বললে এই হিসাবের হিসাব বিজ্ঞান/অ্যাকাউন্টিং বুঝতে সুবিধা হয়। আমরা জানি, হিসাব বিজ্ঞানে আয় হ'ল ক্রেডিট এবং ব্যয় ডেবিট। তাই চলতি

হিসাব/কারেন্ট অ্যাকাউন্টকে চলতি আয় হিসেবে ধরে নিলে এটা যে ক্রেডিট হিসাব হবে তা বুঝতে সুবিধা হয়। কোনো বৈদেশিক লেনদেন হতে আয় হলে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তা ক্রেডিট করা হয় এবং ধনাত্মক অংকে দেখানো হয়, বিপরীতে ব্যয় হলে ডেবিট করা হয় এবং ঋণাত্মক অংকে দেখানো হয়। মূলত ক্রেডিট সবসময় ধনাত্মক অংকে আর ডেবিট সবসময় ঋণাত্মক অংকে লেখা হয়।

২) ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট : এই দুই হিসাবে যেহেতু সম্পদের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাই এ দুই অ্যাকাউন্ট হ'ল ডেবিট হিসাব। কোনো বৈদেশিক লেনদেনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে/ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে তা ডেবিট করা হয় এবং ঋণাত্মক অংকে দেখানো হয়, বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট করা হয় এবং ধনাত্মক অংকে দেখানো হয়।

হিসাব বিজ্ঞানে যাদের দখল ভালো তারা ইতোমধ্যেই হয়তো কারেন্ট অ্যাকাউন্টের সাথে ইনকাম স্টেটমেন্টের এবং ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের সাথে ব্যালেন্স শীটের কিছু মিল ও কিছু অমিল খুঁজে পাচ্ছেন তাই না ? এই মিল-অমিলে একটু চোখ বুলানো যাক।

কারেন্ট অ্যাকাউন্টের সাথে ইনকাম স্টেটমেন্টের মিল-অমিল ঃ

মিল: ১) উভয় ক্ষেত্রে আয় ক্রেডিট এবং ব্যয় ডেবিট। ২) উভয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের (Period of Time) আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন করা হয়।

অমিল : ১) কারেন্ট অ্যাকাউন্টে সামগ্রিকভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রায় আয়-ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় দেখানো হয়। সাধারণভাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের সাথে অমিল নেই ধরে নেয়া যায়।

ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের সাথে ব্যালেন্স শীটের মিল-অমিল :

মিল : ১) উভয় ক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধিকে ডেবিট এবং সম্পদ হ্রাসকে ক্রেডিট ধরা হয়।

অমিল : ১) গুরুত্বপূর্ণ অমিলটি হ'ল- ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট সময়ের (Period of Time যেমন এক বছর সময়) সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি হিসাবায়ন করা হয় কিন্তু ব্যালেন্স শীটে কোনো Point of Time (যেমন ৩১ ডিসেম্বরের ব্যালেন্স) এর সম্পদ-দায়ের স্থিতি দেখানো হয়। ২) ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে সামগ্রিকভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু ব্যালেন্স শীটে কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বা দায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়। ৩) কারেন্ট অ্যাকাউন্টে শুধুমাত্র মানিটারি গোল্ড, স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এসডিআর) ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রাকে মার্কিন ডলারে পরিমাপ করে দায়-সম্পদের হিসাবায়ন করা হয় (অন্যান্য বিভিন্ন রকমের সম্পদকে এখানে বিবেচনায় নেওয়া হয় না), কিন্তু ব্যালেন্স শীটে টাকার অংকে (স্থানীয় মুদ্রা) পরিমাপযোগ্য সমস্ত সম্পদকে টাকায় পরিমাপ করে দায়-সম্পদ হিসাবায়ন করা হয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল ব্যালেন্স অব পেমেন্টস কি সবসময় ব্যালেন্সে থাকে ?

অর্থনীতিবিদগণ সবসময় বলে থাকেন,

Balance of Payments always Balances.

অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট + ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট + ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট = ০ (শূন্য)।

এটা সবসময় ব্যালেন্সে থাকে ঐ দুতরফা দাখিলার কারণে।

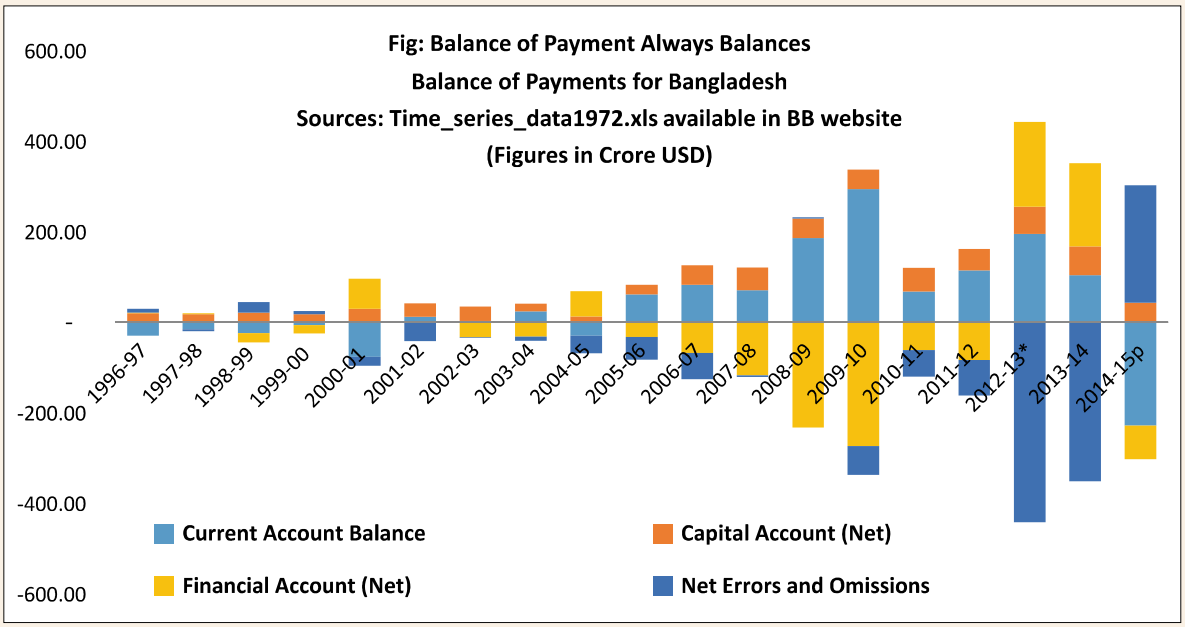

প্রতিটি লেনদেন একদিকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অন্যদিকে ক্যাপিটাল (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টসহ) অ্যাকাউন্টে অন্তর্ভুক্ত হবে যে কারণে ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। অথবা, লেনদেন শুধুমাত্র ক্যাপিটাল (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টসহ) অ্যাকাউন্টের মধ্যেই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাবে তাই ব্যালেন্স বজায় থাকবে।

অন্যভাবে বলা যায়,

ক) কোনো লেনদেনে একদিকে আয় হলে অন্যদিকে সম্পদ বাড়ে তাই ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ব্যালেন্সে থাকে। অর্থাৎ আয়ের কারণে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ও সম্পদ বৃদ্ধির কারণে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টসহ) একই পরিমাণ পরিবর্তন হওয়ায় ব্যালেন্স বজায় থাকে।

[আয়ের জন্য ক্রেডিট (ধনাত্মক)+সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সমপরিমাণ ডেবিট (ঋণাত্মক) = শূন্য]।

খ) কোনো লেনদেনে একদিকে ব্যয় হলে অন্যদিকে সম্পদ কমে তাই ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ব্যালেন্সে থাকে। অর্থাৎ ব্যয়ের কারণে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ও সম্পদ হ্রাসের কারণে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টসহ) একই পরিমাণ পরিবর্তন হওয়ায় ব্যালেন্স বজায় থাকে।

[ব্যয়ের জন্য ডেবিট (ঋণাত্মক)+সম্পদ হ্রাসের জন্য সমপরিমাণ ক্রেডিট (ধনাত্মক) = শূন্য]।

গ) কোনো লেনদেনে একদিকে সম্পদ বৃদ্ধি ও অন্যদিকে সম্পদ হ্রাস পাওয়ার পরিস্থিতিতেও ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ব্যালেন্সে থাকে। অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধির কারণে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টসহ) যে বৃদ্ধি ঘটে তা অন্যদিকে সম্পদ হ্রাসের কারণে একই পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ব্যালেন্স বজায় থাকে।

[সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ডেবিট (ঋণাত্মক) + সম্পদ হ্রাসের জন্য সমপরিমাণ ক্রেডিট (ধনাত্মক) = শূন্য]।

Errors & Omissions: কিন্তু কিছু কিছু কারণে ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের এই ব্যালেন্স বিঘ্নিত হয়। লেনদেনের উভয় দিক সঠিকভাবে ব্যালেন্স অব পেমেন্টসে অন্তর্ভুক্ত না হলে ব্যালেন্স নষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে গরমিলের ফিগারকে Errors & Omissions হিসাবে দেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ যখন আমদানির বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নস্ট্রো হিসাব থেকে আমদানি দায় পরিশোধ করা হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মে একদিকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আমদানি হিসেবে এন্ট্রি দেওয়া হবে এবং অন্যদিকে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে (ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টসহ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে এন্ট্রি দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো কারণে যদি আমদানি দায় নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট হওয়ার পরও পরিশোধের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করা না হয় সেক্ষেত্রে ব্যালেন্স অব পেমেন্টসে ব্যালেন্স থাকবে না এবং সমপরিমাণ Errors & Omissions তৈরি হবে। এর পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে ব্যালেন্স অব পেমেন্টস প্রস্তুতকরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

লেখক: ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস

■

সীমান্ত নদী, পাথর আর পাহাড়ে জাফলং

মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। নদী, পাহাড়, ঝরণা, সুনীল সমুদ্র কি নেই এদেশে ! এত রূপ বৈচিত্র্যের সমাহার পৃথিবীর অন্য কোথায় আছে কিনা আমার জানা নেই। আমাদের দেশের উত্তর পূর্বে হযরত শাহজালাল (র) আর শাহ পরানের পুণ্যভুমি সিলেট। সম্প্রতি আমার সিলেটে বেড়ানোর সুযোগ আসে। কাজের ফাঁকে এ সুযোগটা লুফে নিলাম। সিলেট থেকে উত্তরে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে জাফলং আমার ভ্রমণের যাত্রাপথ। গত কোরবানির ঈদের রাতে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করি সিলেটের উদ্দেশ্যে। সিলেট শহরে থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই সিলেট শহরের হুমায়ুন চত্বরে বাস আমাদের নামিয়ে দিল। ঘরির কাঁটায় তখন ভোর ৩.৩০মিনিট, আমি আর আমার ছোট ভাই নাজমুল হুমায়ুন চত্বরে অপেক্ষা করলাম ভোরের আলো ফোটার জন্য। সূর্যি মামা উঠার সাথে সাথে আমরা সিলেট উপশহরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডরমেটরিতে পৌছাই। সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগ দেয় সিলেট অফিসের মনির। জাফলং ভ্রমণে মনির আমাদের ভ্রমণসঙ্গী ও গাইড। আমরা তিনজন সকাল নয়টায় জাফলংয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। সোবহানী ঘাট থেকে বাস সরাসরি জাফলং পর্যন্ত পৌছাতে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। সিলেট শহর থেকে কিছু দূরেই শাহ্ পরান (রঃ) এর মাজার। আর একটু সামনে এগিয়ে যেতেই দু'পাশে সবুজ মাঠ আর ছোট ছোট নদী আর সামনে বিশাল পাহাড় চোখে পড়ে। কী অসাধারণ আর অপার সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেন কবির কবিতা, চিত্রকরের আঁকাছবি চারদিকে ছড়ানো ছিটোনো। পাহাড়গুলো অবশ্য ভারত অংশে। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছোট বড় ঝরণা। জাফলং বাজারের আগে মামুর বাজারে এসে বাস থেকে নামলাম। জাফলং বাজারে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। মামুর বাজারে নেমে পনেরো থেকে বিশ মিনিট হাঁটলাম। কারণ এই অংশটুকুর রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্য উপযোগী নয়। হাঁটতে খারাপও লাগল না। চলতি পথে দেখলাম দু'পাশের বাজার, পাহাড়, পাথরের কারখানা। পাথরের হাট দেখে খুব মজা লাগল। হাঁটার ক্লান্তিটুকু আরো ভুলিয়ে দিয়েছে শিল-পাটা তৈরির সুরেলা শব্দ। কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে এখানে এই শিল্পটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভাবনা হ'ল এখানকার প্রজন্ম এই শিল-পাটা সম্পর্কে কতটা জানে জুসার আর ব্লেন্ডারের যুগে। অথচ একটা সময় ছিল যখন আমাদের দাদি-নানিরা পাশে শিল-পাটা নিয়ে রসুই ঘরে মশলা কষা মাছ- মাংস রান্না করতেন, সেই রান্নার স্বাদ এখন কোথায়! শিল-পাটা শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা চান না যে তাদের পরের প্রজন্মের কেউ এই

কাঁচামালের সহজলভ্যতায় গড়ে উঠেছে শিল পাটা শিল্প

নদীর তীরে সারি করে বাঁধা পাথর তোলা নৌকা

পেশায় আসুক। কারণ একটাই আগের মতো এই পেশা তেমন আর চাহিদা নেই। শিল-পাটার বাজারের পরই নদী শুরু আর মূলত এখান থেকেই জাফলং। পথের দু'পাশে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই। দেখে মনে হবে পাথরের পাহাড়। ডান দিকে পাথরের পাহাড় আর বাম দিয়ে বয়ে গেছে পিনাই নদী। এই পাহাড়কে কেন্দ্র করেই এখানকার স্থানীয় লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্য। সামনেই বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত। রাজনৈতিক আর প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো হলে আপনি দুই বর্ডার লাইনের মাঝে দাঁড়িয়ে অন্য রকম অনুভূতি অনুভব করতে পারবেন। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই ভারত বর্ডারে পা রেখে ছবি তোলার আনন্দই অন্যরকম। পিনাই নদী পার হয়ে অন্য পাশ দিয়ে বাংলাদেশ অংশের চা বাগান ও মনিপুরী পাড়া দেখে আসা যায়। নদী থেকে পাথর তোলা হয়। কিন্তু ঈদের পরের দিন বলে কোনো শ্রমিক কাজ না করায় পাথর তোলার দৃশ্য দেখার সুযোগ হলো না। নদীতে এক ধরনের বিশেষ নৌকা দিয়ে পাথর তোলা হয়। নৌকাগুলো পারে সাজিয়ে রাখা আছে। এই নৌকার মাঝিরাই পর্যটকদের নদী পার করে অন্য পারে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী মনির আমাকে আগেই বলেছে নৌকার চেয়ে পায়ে হেঁটে দেখাই বেশি উপভোগ্য হবে। আবার ইচ্ছেমতো ছবি তুলতে পারবো। পিনাই নদীর সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ। নদীটি ছোট হলেও স্রোত আছে। পাথর তোলার নৌকা, নদী, পাহার আর আর নীল আকাশ মিলে এ এক অপরূপ দৃশ্যের আরতারণা। আর সামনের পাহাড়ে আদিবাসীদের বাস। সেখানে আদিবাসীদের রং বেরঙের বাড়ি, রাস্তা আর মানুষ দেখা যাচ্ছে। আরো একটি জিনিস আছে বিচিত্র, সেটা হচ্ছে হেলানো বিশাল একটি পাথর, যতই সামনে এগোই ততই পাথরটি বড় আর স্পষ্ট হতে থাকে। সীমান্তের মূল ভূখণ্ডের অনেক আগেই একটি সাইনবোর্ডে লেখা, 'বাংলাদেশের সীমান্ত রেখা এই পর্যন্ত শেষ।' যত সামনে তাকাই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী ও বাংলাদেশ সীমান্তে বর্ডার গার্ড পাহারা দিচ্ছে। (ছোট একটি পায়ে হাঁটা নদী যার এ পারে বাংলাদেশ আর ওপারে ভারত)। নৌকায় করে অবশেষে আমরা নদী পার হই। নদীর মূল অংশটি ভারতের কিন্তু পা রাখার মতো ছোট একটি অংশ আছে বাংলাদেশে। একজন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড সৈনিক পাহারায় আছে সীমানা লাইনের এপারে, যাতে কোনো বাংলাদেশি ভুল করে ভারতীয় অংশে প্রবেশ না করে। এখানে আড়াআড়িভাবে বাংলাদেশ ভারত। ভারতে সীমান্ত রক্ষীদের একটি সীমান্ত চৌকিও আছে। একটি মাত্র লাল সাইন বোর্ডে লেখা সামনে ভারত অতিক্রম করা নিষেধ, বিজিবি। এই বোর্ড দিয়ে দুটি দেশের সীমানা আলাদা করা হয়েছে। আমরা দু'দেশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। ভুলক্রমে ভারত অংশে বাংলাদেশি কেউ ঢুকে পড়লে বিএসএফ বাঁশি বাজিয়ে সতর্ক করে দেয়। এখানে সাত আটটি ছোট টং ঘরের অস্থায়ী দোকান রয়েছে। ভারতীয় বিভিন্ন সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। আমরা যেমন সীমান্ত দেখতে গিয়েছি তেমনি, ভারতীয়রা তাদের সীমান্ত দেখতে এসেছে। আমরা ওদের দেখছি, ওরাও আমাদের দেখছে। আর স্থানীয়রা যে যার দৈনন্দিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কি অদ্ভুত ! মাত্র কয়েক হাতের দূরত্ব কিন্তু দেশ আলাদা, ভাষা আলাদা, জাতীয়তা আলাদা। এ এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। অবশেষে আমাদের ফেরার পালা। আমরা আবার নৌকায় করে নদী পার হয়ে আমাদের ফেরার পথে পা বাড়ালাম, পিছনে পড়ে থাকল বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত।

■ *লেখক : অফিসার, ডিসিপি, প্র.কা.*

পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা বসতবাড়ি

নকশি কাঁথার কথকতা

তানভীর আহমেদ

বাংলার লোকশিল্পের ধারায় নকশি কাঁথা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। কাঁথা হ'ল গ্রামীণ মানুষের অল্প শীতে ব্যবহার্য শারীরিক আচ্ছাদন স্বরূপ। তবে সুচ-সুতোর অলংকৃত বিচিত্র নকশা দিয়ে তৈরি কাঁথার নাম নকশি কাঁথা।

কাঁথার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ পালি সাহিত্য এবং পাণিনির অষ্টধ্যায়ীতে। এছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বয়ন শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুচিশিল্প ও মসলিন কাপড়ের জন্য বাংলাসহ পুরো ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে এক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলো সুচিশিল্পের নকশা দ্বারা পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি ভারতীয় নকশা করা বয়নশিল্পের সন্ধান পাওয়া যায় মধ্য এশিয়ায়। রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অত্যধিক চাহিদা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভেনিস নাবিক মার্কোপোলো ভারতবর্ষে এসে এ অঞ্চলের সুচিশিল্পের প্রশংসা করেছেন। মেগাস্থিনিসের 'ভারত বৃত্তান্ত'ও এ অঞ্চলের সুচিশিল্পের জয়গানে মুখর। মুঘল যুগে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের সুবাদে সুচিশিল্পের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। ১৬২৯ সালে পর্তুগিজ মিশনারি সেবাস্তিয়ান ম্যানরিকের লেখা থেকে জানা যায় যে, পর্তুগিজরাই সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের নকশি কাঁথা ইউরোপে রপ্তানি শুরু করে। পরে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নকশি কাঁথা ইউরোপে রপ্তানির অনুমতি দেন। এভাবে বাংলার নকশি কাঁথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পরে।

কাঁথা শিল্প একান্তই নারী-শিল্প। বঙ্গনারীরা তাঁদের কল্পনা বা রঙিন স্বপ্নকে দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলির টানের মতো নিপুণ হাতে সুচ ও সুতোর সাহায্যে কাঁথার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন নকশাকে তুলে ধরেন। এর মধ্য দিয়ে কাঁথাশিল্পীর অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। কাঁথার মৌলিক ধ্যান-ধারণা নানা উৎস থেকে আহরিত। কাঁথার মধ্য দিয়ে কাঁথা শিল্পীর সৃষ্টির উন্মাদনা, মৌলিক প্রতিভা, সুনিপুণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পায়।

সাধারণত নকশি কাঁথায় চারপাশে মানুষের পারিপার্শ্বিক জগতের পরিচিত প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বহু কিছুই এসে ভিড় করে। সেই ভিড়ের মধ্যে স্থান করে নেয় মসজিদ, মন্দির, পৌরাণিক দৃশ্য, যুদ্ধের চিত্র, বিভিন্ন পশু-পাখি, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি। তাই দেখা যায়, বাংলার গ্রাম্য বধূরা ঘুঘু ডাকা দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম বাদ দিয়ে সেই অবসরে নিজেদের চিন্তা, কল্পনা, আশা, আনন্দ, স্মৃতি সবই রূপায়িত করতেন তাঁদের সৃষ্ট কাঁথার মধ্যে।

পরিত্যাজ্য বস্তুর মধ্যে বিচিত্র বাহারি নকশা সহযোগে কাঁথা দিয়ে সৃষ্টি হয় চমৎকার শিল্পের। কাঁথার শিল্পীরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব শেখেন না বরং বাড়ির বর্ষীয়ান নারীরা এগুলো শিখিয়ে থাকেন। নানাবিধ চিত্রণের মাধ্যমে সাধারণ কাঁথা রূপান্তরিত হয় নকশি কাঁথায়। নকশি কাঁথায় কেবলমাত্র সামাজিক রূপ বৈচিত্র্যই বিধৃত হয় না বরং দেশের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও লোকজ বিশ্বাসও এতে বিধৃত হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লি নারীদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। নকশি কাঁথায় লোক-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বলেই একটি জাতির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আবিষ্কার করা যায়।

বাংলার নকশি কাঁথা শিল্প ঐতিহ্যবাহী ও অতুলনীয় লোকশিল্পের নিদর্শন। বিষয়বস্তু, নকশা, অঙ্কন, গঠন ও ব্যবহারে এই শিল্পে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। এটি বঙ্গনারীর সুচিজাত একান্ত নিজস্ব হস্তশিল্প। সাধারণত কাঁথা সেলাইয়ের মওসুম হ'ল বর্ষাকাল। কারণ বর্ষার জলে গ্রাম্য এলাকা ডুবে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নারীরা বাড়ির বাইরে যাননা। এরকম পরিবেশে পল্লি-রমণীরা দুপুরের অবসরে কাঁথা সেলাই করতে বসেন। তবে শোনা যায়, একটি নকশি কাঁথা সমাপ্ত করতে তিন-চার প্রজন্মও লেগে যায়।

কাঁথা শিল্প একটি শক্তিশালী গ্রাম্য শিল্প। বাঙালি মনস্তত্ত্বে এই শিল্প একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সমকালীন বাস্তবতা বোধের পরিচায়ক এই কাঁথা শিল্প। পৌরাণিক ঘটনা, প্রকৃতি, সমকালীন আচার-সংস্কারের প্রতিচ্ছবি কাঁথায় সুচিশিল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলে সেই কাঁথা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দেবার রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। এর ফলে কাঁথার মাধ্যমে ফুটে ওঠে এক অনন্য ঐক্য-সংহতি।

কাঁথা শিল্পের মধ্য দিয়ে বঙ্গনারীর অসাধারণ ধৈর্য্য, সুচারু হস্তশিল্প এবং রঙ নির্বাচনে শিল্পীমন ও বহুমুখী বুদ্ধিদীপ্তির আশ্চর্যঘন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কারণ কাঁথা অব্যবহৃত ও পরিত্যাজ্য কাপড় থেকে তৈরি শিল্পের একটি বিশেষ রূপ যা মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় প্রবণতার পরিচয় বাহক। এ কারণে কাঁথা শিল্প গার্হস্থ্য জীবনের এক বিশেষ মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। চিত্রকরের মতো কাঁথাশিল্পী নানা রঙের সুতো দিয়ে সুচের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন এক অপূর্ব শিল্প ধারাকে।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কাঁথার মূল্য অনেকখানি। কাঁথা উপহার দেয়ার প্রথা অনেককাল আগে থেকেই চলে আসছে। কোনো শিশু জন্ম নিলে কাঁথা দেয়ার রীতি এখনও প্রচলিত আছে। আবার বিয়ের সময় কনেকে কাঁথা দেয়ার

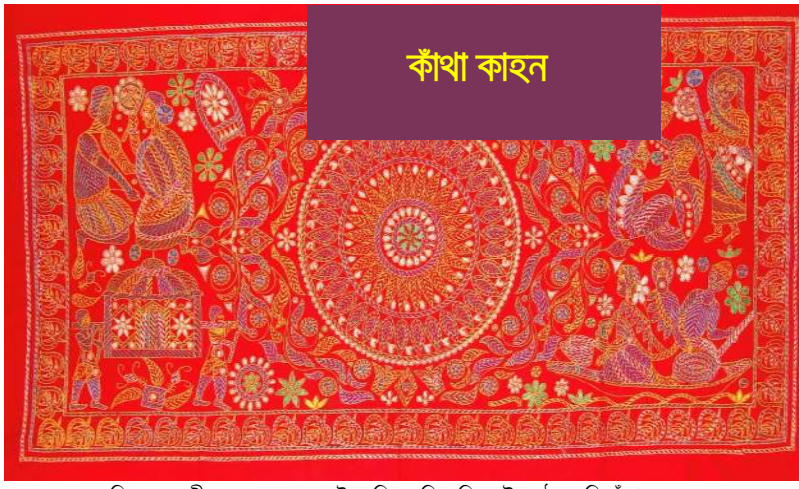

প্রকৃতি, সমকালীন আচার সংস্কার ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে নকশি কাঁথায়

প্রথা এখনও বহু অঞ্চলে দেখা যায়। এভাবে কাঁথাগুলো পারিবারিক সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। এই শিল্পসৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর সূক্ষ্ম শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর সহানুভূতিবোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতার স্পর্শ এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ও সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। আবার এর সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় শিল্পীর বিলাস প্রবণতা, কৃত্রিমতা ও অধিক মাত্রায় জৌলুস বা চাকচিক্য পরিহার করার সচেতন প্রয়াস।

কাঁথা গ্রাম্য জীবনের অপরিহার্য ও সজীব শিল্পসাধনা। কাঁথা তৈরির পিছনে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। যেমন পল্লি বাংলার নারীরা উঠোনে বসে সন্ধ্যার পূর্বেই সেলাই সমাপ্ত করবেন। কারণ তাদের বিশ্বাস যে, রাতে সেলাই করলে দারিদ্র্য আসবে। মুসলিম নারীরা সাধারণত শুক্রবার কাঁথা সেলাই শুরু করেন আর হিন্দু নারীরা শনিবার সেলাই বন্ধ রাখেন। কারণ শুক্রবার শুভদিন আর শনিবারে শনির দৃষ্টি পড়ার সম্ভবনা থাকে বলে বিশ্বাস করে তারা। আবার কোনো গর্ভবতী নারী সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে কখনোই কোনো কাঁথা করে না। কারণ সে বিশ্বাস করে যে এতে সন্তান মারা যেতে পারে। এছাড়া অনেকেই বিশ্বাস করে যে, পরিবারের অব্যবহৃত কাঁথা কোনো সাধু বা পীরকে দান করলে পরিবারের মঙ্গল হবে। এছাড়া আরো সংস্কার আছে যে, একমাত্র বিবাহিতা নারীরাই কাঁথার নকশা তৈরি করবে, অবিবাহিতা নারীরা কখনোই তা করবে না।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নকশি কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিম্নোক্ত কাঁথাগুলি উল্লেখযোগ্য:

১। সুজনি কাঁথা : যশোর, কুষ্টিয়া ও নওগাঁয় এ ধরনের কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত অতিথিদের বসা বা শোয়ার জন্য এ কাঁথা ব্যবহৃত হয়। এ কাঁথা আকারে বড় হয়। এর মধ্যভাগে ফুলের মোটিফ, পাড়ে কলকা এবং লতা-পাতার নকশা পরিলক্ষিত হয়।

২। লহরি কাঁথা : প্রবল শীত নিবারণের জন্য এ কাঁথা ব্যবহৃত হয়। বেশ পুরু ও আকারে বড় হয়ে থাকে এ কাঁথা। চাঁপাইনবাবগঞ্জে এ ধরনের কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। কাঁথাগুলোতে লাল ও নীল রঙের সুতার ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। নকশাগুলো সাধারণত জ্যামিতিক আকৃতির হয়।

৩। বায়তন কাঁথা : এ কাঁথা সাধারণত চতুষ্কোণ আকৃতির হয়ে থাকে। মূল্যবান জিনিসপত্র জড়িয়ে রাখার জন্য এ কাঁথা ব্যবহৃত হয়।

৪। আরশিলতা কাঁথা : গ্রামীণ সমাজে এক সময় অমঙ্গলের আশঙ্কায় নারীদের রাতে আয়না না দেখার সংস্কার প্রচলিত ছিল। তাই রাতে আয়না ঢেকে রাখার জন্য এ ধরনের কাঁথা তৈরি করা হত। সাধারণত ফুলের নকশা থাকত এ কাঁথায়।

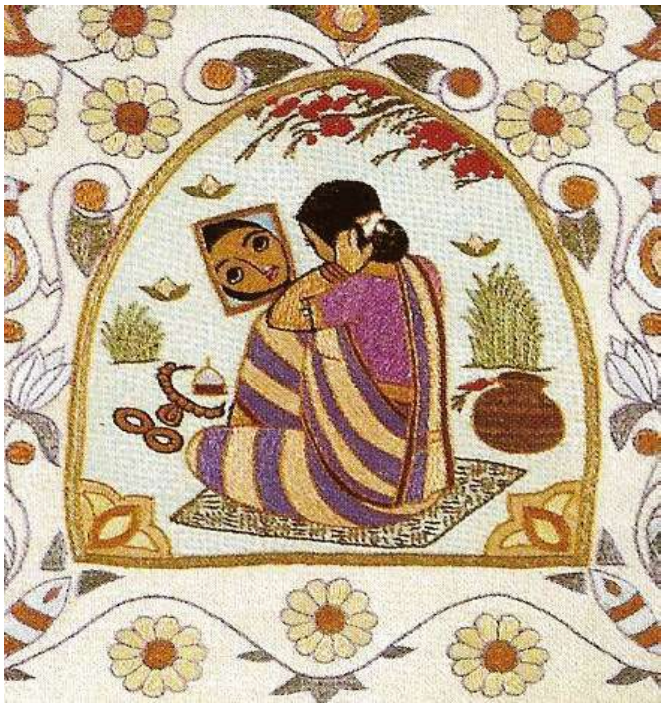

নিখুঁত সুচিজাত নকশি কাঁথা নারীমনের প্রতিচ্ছবিই যেন

৫। মাজার কাঁথা : মাজারের ঢাকনা হিসেবে এ কাঁথা ব্যবহৃত হয়। বিচিত্র ধরনের নকশা দ্বারা এ কাঁথাগুলো চিত্রিত করা হয়।

৬। মৃতদেহ আচ্ছাদন কাঁথা : মুসলিম পরিবারে কেউ মারা গেলে এই ধরনের কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেয়ার রেওয়াজ আছে। এ কাঁথাগুলোতে জ্যামিতিক নকশার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

৭। আবরণী কাঁথা : বাদ্যযন্ত্র রাখার জন্য এ ধরনের কাঁথা ব্যবহৃত হয়। বাদ্যযন্ত্রের আকার অনুযায়ী এ কাঁথাগুলো তৈরি করা হয়।

৮। দেয়ালে ঝোলানো কাঁথা : ঘর সাজানোর জন্য এ ধরনের কাঁথা তৈরি করা হয়। সাধারণত বড় ও লম্বা হয়ে থাকে এ কাঁথাগুলো। নানা রঙের সুতো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নকশার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় কাঁথাগুলোতে।

অঞ্চল ভেদেও নকশি কাঁথা বিভিন্ন ধরনের। এ ক্ষেত্রে কাঁথা সেলাইয়ের রীতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলাদেশে নকশি কাঁথা সেলাইয়ের দুটি রীতি চিহ্নিত করা যায়। একটি যশোর রীতি ও অন্যটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ রীতি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নকশি কাঁথা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানকার কাঁথার পুরোটা জুড়ে থাকে নকশার আধিক্য। অন্যদিকে যশোরের কাঁথা শিল্পনৈপুণ্যে অসাধারণ। এখানকার কাঁথা অত্যন্ত বর্ণময় এবং সেলাইয়ের কাজ খুব সূক্ষ্ম ও রুচিসম্মতভাবে করা হয়। খুলনার কাঁথা পাতলা হলেও সেলাইয়ের কাজ খুব সূক্ষ্ম হয়। ফরিদপুরের কাঁথা অত্যন্ত বর্ণিল হলেও সেলাইয়ের কাজে অতটা সূক্ষ্মতা পরিলক্ষিত হয় না। কুষ্টিয়া ও বগুড়ার কাঁথা অত্যন্ত পুরু হয় কিন্তু সেখানকার সেলাই তেমন সূক্ষ্ম নয়। পাবনার কাঁথার মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল বুনট সেলাই ও চালতা ফুলের নকশা। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের কাঁথা বর্ণাঢ্য হলেও তাতে সূক্ষ্ম সেলাইয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জামালপুর ও শেরপুরের কাঁথাগুলোতে চমৎকার মোটিফ ও মনোরম পাড়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। মানিকগঞ্জের কাঁথার চারিদিকে আলপনা ও মধ্যভাগ পদ্ম ফুলের নকশার ব্যবহার বেশি দেখা যায়। চট্টগ্রামের কাঁথায় জ্যামিতিক ছক, ফুল ও লতা-পাতা চিত্রিত করা হয়। বরিশালের কাঁথায় দু'রকমের দুটো সুতোকে পেঁচিয়ে একটি সুতায় নিয়ে সমান্তরাল করে নকশা করা হয়। সিলেটের কাঁথাগুলি মোটিফপ্রধান ও বেশ পুরু। রংপুর ও দিনাজপুরের কাঁথাগুলোতে মোটিফের সংখ্যা কম হলেও চমৎকার পাড়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দবানের কাঁথা রঙের বাহারে অতি উজ্জ্বল এবং সেখানে লম্বা ও জ্যামিতিক নকশার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

নকশি কাঁথা বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অসংখ্য কবিতা, গান, ছড়া, গল্প ও উপন্যাসে নকশি কাঁথার উল্লেখ রয়েছে। নকশি কাঁথাকে উপলক্ষ করে অনেক সাহিত্যও রচিত হয়েছে। যেমন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী একটি নকশি কাঁথা বিহারীলাল চক্রবর্তীকে উপহার দিয়েছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি রচনা করেন 'সাধের আসন' শীর্ষক কাব্য। এছাড়া পল্লি কবি জসীমউদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' শীর্ষক কাব্যে নকশি কাঁথা অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

বঙ্গললনারা নকশি কাঁথার মধ্যে যে অপরিসীম ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। কাঁথাতে নানা রঙের সুতোর বাহারে তৈরি বিচিত্র ছবি ও দৃশ্য শিল্পীর দক্ষতায় জীবন্ত বা চলমান গতির মোহ সৃষ্টি করে। তাই বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নকশি কাঁথাগুলোর মধ্য দিয়ে পল্লিরমণীদের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে এবং এতে সহজ ও সরল গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য ফুটে ওঠে বলেই নকশি কাঁথা বাংলার গ্রামীণ নারীদের সরল চিত্তবিকাশের এক নির্মল দর্পণ স্বরূপ।

■ *লেখক: এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

ধারাবাহিক

তাপসী রানী কুন্ডু

ঋতু আমার প্রিয় মানুষের নাম
ঋতু আমার প্রিয় জন্মভূমির রূপ বৈচিত্র্যের নাম
ঋতু আমার জীবনের হাসি-আনন্দ, সৃজন-বেদন,
আশা-নিরাশা, সাফল্য-প্রশান্তির এক
মহিমান্বিত মননশীল লেখ্-চিত্রের নাম।
আমি ঋতুর কাছে যাই- আমি জীবনের কাছে যাই।
আমি জীবনের কাছে যাই- আমি সৃষ্টির কাছে যাই।
আমি সৃষ্টির কাছে যাই- হ্যাঁ
আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমির মানুষগুলির যন্ত্রণা ও বেদনার কাছে যাই।

মুকুল আমার প্রিয় বন্ধুর নাম।
মুকুল আমার প্রিয় জন্মভূমির অনন্তময় স্বপ্ন-সম্ভাবনার নাম।
মুকুল আমার জীবনের শতসহস্র শুভময় অস্ফুট পুষ্প পাপড়ির নাম।
আমি বৃক্ষের কাছে যাই-
আমি মুকুলের কাছে যাই।
আমি জীবনের উদ্যানে যাই।
আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমির অসীম সম্ভাবনাময়
কোটি কোটি দেবশিশুর কাছে যাই।

কল্যাণ আমার জীবন দেবতার নাম
কল্যাণ আমার চৈতন্যে লালিত জীবনব্যাপী সকল শুভ কর্মযজ্ঞের নাম।
কল্যাণ আমার প্রিয় জন্মভূমিতে স্বর্গ রচনার পরিকল্পনার নাম।
আমি জীবন দেবতার কাছে যাই-আমি
আমার জীবনের কল্যাণ অর্জনে যাই।
আমি কল্যাণের কাছে যাই- হ্যাঁ
আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে কল্যাণময় কর্মযজ্ঞে যাই।

মনি আমার জীবনের পরম প্রশান্তির নাম।
মনি আমার জীবনের পরম প্রত্যাশার নাম।
মনি আমার জীবনের পরম লক্ষ্যের নাম।
মনি আমার প্রিয় জন্মভূমির হৃদ গভীরে লুক্কায়িত
অনন্ত অফুরন্ত রত্ন খনির নাম।

আমি মনির প্রত্যাশা করি।
আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে মনিবৃক্ষ বাগান করি।
আমি মুকুলিত বৃক্ষের সবুজ প্রশ্বাসে জীবনকে সবুজ করি।
আমি আমার প্রিয় জন্মভূমির সকল
দেবশিশুর সবুজ জীবন গড়ি।

এই ঋতু, মুকুল, কল্যাণ, মনি আমাদের সকলের।
আমরা সবাই ঋতুর কাছে যাব
আমরা সবাই মুকুলের কাছে যাব
আমরা সবাই কল্যাণের কাছে যাব
আমরা সবাই সংঘবদ্ধ।

আমরা আমাদের এ মাটির বুকে পুষ্প উদ্যান গড়ব
আমাদের অস্ফুট শিশুদের জীবন কল্যাণে বিকশিত করব
আমাদের এ মাটির বুকে প্রাচুর্য প্রশান্তির স্বর্গ রচনা করব।

কবি পরিচিতি: জেডি, খুলনা অফিস

কাটাকাটি

বিপ্লব চন্দ্র দত্ত

মৌসুমে ফসল কাটে, উদ্বোধনে ফিতা।
জন্মদিনে কেক কাটে, লয়ে সকল মিতা।
চাঁদের বুড়ি চড়কা কাটে, নাপিত কাটে চুল।
গানের মধ্যে তাল কেটে যায়, একটু হলেই ভুল।
শট্ যখন হয়না ও-কে, দৃশ্য কাটে নির্মাতায়-
মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়, এক পলকের দেখায়।
ছোবল যদি মারে-বলি, 'কাটল বুঝি সাপে'
কাটাকাটি হলে কোথাও, ভয়ে বুকটা কাঁপে।
একটু হলে বে-খেয়ালী, কাটে নাচের তাল,
ফাঁদে পড়ে কুমির এনে, নিজে কেটে খাল।
অপমৃত্যু হ'ল যার, ট্রেনে কাটা পড়ে,
'সুরতহাল' করতে যায়, লাশ-কাটা ঘরে।
আঁধার কেটে গিয়ে, আলো যখন ফোটে,
কুয়াশার চাদর কেটে, রাঙা সূর্য্য ওঠে।

কবি পরিচিতি: ডিএম, সিলেট অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

ভোট এল এল ভোট

ভোট এল, এল ভোট রাজনীতি উত্তাল
যোগদান করা নিয়ে দলগুলো বেসামাল!
ঐ দল থেকে নেতা ছুটে এল এ দলে
তাই নিয়ে ডগমগ এ দলের সকলে।
এই নেতা আগে ছিল মিশমিশে কয়লা
যোগদান করতেই ধুয়ে গেল ময়লা।
দু হাতে ফুলের তোড়া ঠোঁট জুড়ে হাস্য
মুখে ফোটে নয়া বুলি নবতর ভাষ্য।
যোগদান করা নিয়ে দেশ জুড়ে উৎসব
কে বা যায় কোন দলে তাই নিয়ে কলরব।
লেখা হয় সংবাদ ছাপা হয় চিত্র
দেখে ক'ন পণ্ডিত, 'দেশটা বিচিত্র!
যোগ দাও ভাল কথা, যোগদান কোরো না
ভুল ভাষা প্রয়োগের ফাঁদে যেন পোড়ো না।'

['যোগদান করা' এই অশুদ্ধ বাগ্‌রীতিটি বাংলাভাষায় বহুদিন ধরেই প্রবল প্রভাপে চালু রয়েছে। উৎসবে হোক, অনুষ্ঠানে হোক, দলে হোক, সভায় হোক, সমিতিতে হোক- সর্বত্রই আমরা 'যোগদান করি'। এমনকি চাকরিতেও 'যোগদান করি'। 'যোগদান করি' যথাযথ বাগ্‌রীতি নয়। লিখতে হবে 'যোগ দেওয়া'। কিন্তু আমরা অবলীলায় বলছি বা লিখছি; 'যোগদান করুন।' 'যোগদান করেছেন।' অথচ 'যোগ দিন', 'যোগ দিয়েছেন'-এরকম বলাই সঙ্গত। এ বিষয়ে ভাষাবিদ্ পণ্ডিত মণীন্দ্রকুমার ঘোষের বক্তব্য দীর্ঘ হলেও যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চয় করবে বিধায় উদ্ধৃত করছি। 'আমরা সকলেই আজ নির্বিচারে এখানে- সেখানে, একাজে- সেকাজে 'যোগদান করিতেছি'। ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, বাগ্‌রীতি হইতেছে 'যোগ দেওয়া'- 'যোগদান করা' নয়। তোমরা যদি 'যোগদান করিতে' পার, তবে 'মারিয়া নিক্ষেপ কর' না কেন? 'মারিয়া ফেলা, হাসিয়া ফেলা'-ই বাগ্বিধি- 'হাস্য নিক্ষেপ করিতে' গেলে বিপত্তি হইবে। লজ্জায় মাথা খাইয়া 'লাফ' না দিয়া' আজকাল আমরা 'লম্ফপ্রদান করিতে' আরম্ভ করিয়াছি। Idiom এর শব্দ পরিবর্তনযোগ্য নহে। Idiom-এর শব্দ বদলাইলে, হয় সে ভিন্নার্থ ধারণ করে, নয়তো অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হয়। আমরা গাড়ি ধরি, শকট ধারণ করি না। সাঁতার কাটি, সন্তরণ কর্তন করি না। বুঝিয়া দেখি, বুঝিয়া দর্শন করি না। বুঝিয়া লই, বুঝিয়া গ্রহণ করি না। উঠিয়া পড়ি, উঠিয়া বা উত্থান করিয়া পতিত হই না। মার খাই, আছাড় খাই, হোঁচট খাই, - মার, আছাড়, হোঁচট আহার বা ভক্ষণ করি না। আমরা কাজে হাত দিই, হস্তদান করি না। কথায় কান দিই, কর্ণদান করি না। 'যোগ দেওয়া, লাফ দেওয়া, দরজা দেওয়া, চোখ দেওয়া, কান দেওয়া, চম্পট দেওয়া'- এইগুলিই বাক্‌শৈলী। এ সমস্ত স্থলে 'দেওয়া'র পরিবর্তে 'দান করা' বসাইলে হাস্যকর ভাষা হয়।']

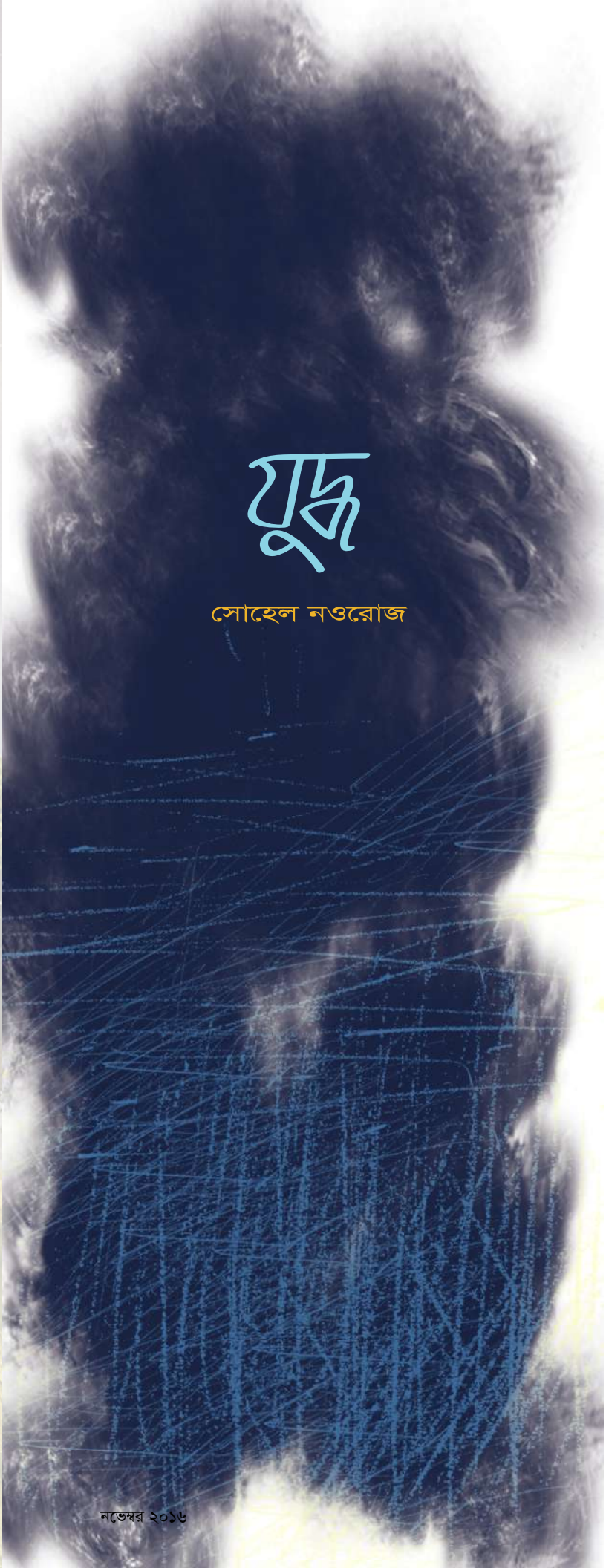

যুদ্ধ

সোহেল নওরোজ

লোকটার মুখের দিকে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারি না। নির্লিপ্ত চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা শুরুতেই থেমে যেতে বাধ্য হয়। ছলছল চোখ থেকে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আমার চেনা জগতের সঙ্গে কোনো সখ্য নেই তার। হতবিহ্বল হই বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজতে গিয়ে। জীবন কতটা ধূসর হতে পারে তার জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন সামনে নিয়ে বসে থাকায় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। আড়ষ্টতা ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা করি–

'এক জীবনে এত ঘাত-প্রতিঘাত সামলে এই সায়াহ্নে এসে ধিক্কারে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় না নিজেকে ?' রাজ্যের বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠ জানিয়ে দিল এমন অর্থহীন প্রশ্ন এর আগে খুব বেশি শোনেননি। খুব গুছিয়ে বললেন–

'বাধা-বিঘ্ন তো জীবনেরই অংশ ! প্রকৃতি সবাইকে নিয়ে পরীক্ষা করে। কাউকে দেয়, কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তাতে ভেঙে পড়লে কি চলে ? উঠে দাঁড়াতে হয়। যুদ্ধ করতে হয় নিজের সঙ্গে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে। আর জয়-পরাজয় নিয়ে ভাবি না, সব উপরওয়ালার লিখন।'

মোটামুটি সব হারিয়ে নিঃস্ব এক প্রৌঢ়ের এমন দৃঢ়তা আমার চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়। জীবনবোধের অসম্পূর্ণতা আর অসংলগ্নতা দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে।

তার কথায় জানি, একসময় ওই চওড়া কাঁধযুগল দিয়ে কতই না ঝড়-ঝাপ্টা সামলেছেন ! যুদ্ধ-দিনে দেশ স্বাধীনের হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন হানাদার তাড়াতে, কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে অনিবার্য যে যুদ্ধ সাঁটা তা থেকে মুক্তি মেলেনি আজো ! দিনে দিনে হারানোর খাতা কেবল ভারি হয়েছে। নতুন উদ্যোমে প্রতিবার সংগ্রামের অনুষঙ্গ তুলে নিতে বিন্দু পরিমাণ কার্পণ্য করেন নি। একই বেদনা ও দুঃসহ স্মৃতির ছোঁয়াছুঁয়ি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গুনে গুনে বলি দিলেন নদীর বুকে, জলোচ্ছ্বাস-বন্যায় ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল খুইয়েছেন তেইশবার ! আমি চমকে উঠি। কোনো পাখিও কি এতবার ভাঙা নীড় গড়তে পারে ? ভুলতে পারে পেছনের দুঃখমাখা স্মৃতি ? তিনি পেরেছেন জীবনকে ভালোবেসে নতুন করে স্বপ্ন বুনতে। মানুষ বলেই হয়তো সম্ভব হয়েছে ! কিন্তু সব মানুষ তো এক নয় ! কতজন সামান্য ব্যর্থতা সইতে না পেরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে চিরতরে। হেরে গিয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ করে নিয়তির কাছে। তিনি তা করেননি। বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছার সঙ্গে হয়তো আহূত কিছু স্বপ্ন মিশে এক হয়ে গেছে। তবু জানতে ইচ্ছে হয়, এই শেষবেলায়ও অবশিষ্ট কোনো স্বপ্ন আছে ? আমি জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বলে ওঠেন–

'জীবন কতটা কঠিন হতে পারে, চিন্তা করতে পারবেন না। কতবার মনে হয়েছে নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেলি। পারিনি। আমার শরীরের রক্তড়াই এই রকম। খুব জেদি। হেরে যাওয়া মেনে নিতে পারি না। আর কতদিন টিকে থাকতে পারব জানি না। তবে যতদিন ধড়ে প্রাণ আছে হাল ছাড়ব না।'

কত মানুষ শখের বশে বোহেমিয়ান হয়, যাযাবর হয় আদিখ্যেতায়; অথচ এ মানুষটি শত চেষ্টায়ও থিতু হতে পারেননি ধূলিধরায়। বাধ্য হয়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে পেশা বদলেছেন বারবার। প্রতিবারই মনে হয়েছে এবার বোধ হয় দয়া হবে প্রকৃতির কিংবা নিয়ন্তা আর কিছুতেই নির্দয় হবে না। মনের নিভৃত কোণে কালেভেদ্রে উঁকিঝুঁকি দেওয়া আলোর সলতেটা নিভে গেছে নিমিষেই। স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছেন এক যুগ আগে, সে সময়ের প্রমত্ত নদীর সর্বগ্রাসী স্রোতে। একসময় যে নদীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হতো দিবানিশি, আজ সে নদীও যেন সব হারিয়ে তার মতোই ম্রিয়মান-নিস্তেজ। তিনি ভেবে কূল পান না, দায় কার- সময়ের, প্রকৃতির না তার নিজের ? কতই না বিচিত্র এ ধরা ! কেউ স্বেচ্ছায় যুদ্ধ বাধায় আবার কেউ সেই যুদ্ধ থেকে বাঁচতে হাপিত্যেশ করে মরে ! সবকিছুই শেষ হয়, কিন্তু বেঁচে থাকার যুদ্ধ চলতেই থাকে...

■ *লেখক : এডি, খুলনা অফিস*

প্রশান্ত মহাসগরের সৌন্দর্যবেষ্টিত তটরেখা

ফিজিতে এএফআই এর বার্ষিক ফোরাম

মোঃ আশ্রাফুল আলম

গভীর সমুদ্রের মাঝে একটুখানি সৈকত। গোড়ালি সমান পানিতে দাঁড়িয়ে চারপাশে প্রশান্ত মহাসাগরের অপার সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা। এ অনবদ্য অনুভূতি কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলোতেই মেলে। Alliance for Financial Inclusion (AFI) এর বার্ষিক Global Policy Forum 2016 এ অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সদস্য হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র ফিজি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হ'ল গেল সেপ্টেম্বরে। ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ ঘণ্টার বিমান ভ্রমণ শেষে ফিজির সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান হিসেবে খ্যাত নাদির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করি। দীর্ঘ বিমান যাত্রা শেষে বিমানবন্দরে নান্দনিক অভ্যর্থনা এবং স্থানীয় মানুষের সহজ ও আন্তরিক আচরণ ক্লান্ত শরীরটাকে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করেছিল। বিমানবন্দর থেকে হোটেলের যাত্রাপথ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়ায় নাদির প্রকৃতি, বাড়িঘরের ধরন, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন চোখে পড়ে ভালোভাবে। হোটেলের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সেরে চোখ মেলে তাকাতেই বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির অনন্য সৌন্দর্য ধরা দিল অপরূপ ভঙ্গিমায় ! প্রতিদিন ঘুম ভেঙ্গে হোটেল রুমের ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ত এ অপার বৈচিত্র্যময় দৃশ্য। প্রতিদিন মনে হত নতুন করে দেখছি। ঘুমভাঙ্গা ভোর আর রাতের বেলা ব্যালকনিই ভরসা ছিল। সারি সারি নারিকেল গাছের পাতায় বয়ে যাওয়া তরঙ্গ সুর তুলত নিয়ত। দু'একদিন সকালে সমুদ্রতটে হাঁটতে গিয়ে জীবনকে খুব গভীরভাবে অনুভব করার সুযোগ হয়েছিল যান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আত্মাটির। খালি পায়ে সাগর তীরের বালুর স্পর্শ আর যত্নে লালন করা ঘাসের পথ প্রকৃতির অনুভূতিকে হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিয়েছে অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। প্রতিদিন কঠিন Schedule এর ফাঁকে এ সৌন্দর্য উপভোগ করাই দুরূহ ছিল। Alliance for Financial Inclusion (AFI) এর বার্ষিক Global Policy Forum 2016 এ অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সাতজন কর্মকর্তার মধ্যে ছয়জনই AFI Working Group এর সদস্য হিসেবে ও ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী AFI এর Board এ প্রতিনিধিত্ব করেন। SME Finance (SMEF) Working Group এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় কাজের চাপ অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে এই আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবস্থান অনেক সুদৃঢ় হয়েছে। ডেপুটি গভর্নর AFI এর Board সভায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি একটি নতুন Working Group তৈরির প্রস্তাব দেন যা সবাই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। নিঃসন্দেহে ফিজির সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা সেখানকার মানুষ ও তাদের জীবনাচার। অত্যন্ত সহজ দৃষ্টিভঙ্গিতে যাপন করা জীবনে অভ্যস্ত মানুষগুলোর মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, নেই কোনো অকারণ সংশয়। মাথাপিছু গড় আয়ের দিক থেকে দেশটি বেশ সমৃদ্ধ হলেও সেখানেও দারিদ্র্য আছে, আছে আয়বৈষম্য। কিন্তু, এর কোনোটিই তাদের জীবন উপভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। সঙ্গীত ও নাচ তাদের রক্তে মিশে আছে- সেসাথে তারা ভ্রমণপিপাসুও। অতিথিপরায়ণ এ মানুষগুলোর মধ্যে নাগরিক কৃত্রিমতার ছোঁয়া পাওয়া যায় না একেবারেই। রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল এই দেশটির আয়ের প্রধান উৎস আখ হলেও অন্যতম আকর্ষণ নিঃসন্দেহে পর্যটন। দেশটি অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে গড়ে তুলেছে তাদের পর্যটন শিল্পকে। নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে যেকোনো রাস্তায় চলাচলের বিষয়টি উপলব্ধির পর খানিকটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছে নিজের অজান্তেই। ২০১৬ সালে প্রথমবার অলিম্পিকে অংশগ্রহণেই

প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি

সোনার পদক অর্জন করা ফিজির মানুষদের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যা সত্যিই শিক্ষণীয়। তারা যা করে হৃদয় উজাড় ও অনেক আনন্দ নিয়েই করে। তাই তারা দেখা হলে প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বলে, 'Bula (Hello)!' যার ছাপ হৃদয়ে রয়ে গেছে আজো, থাকবে বহুকাল।

■ *লেখক : ডিজিএম, এফআইডি, প্র.কা.*

ইউনিকোড

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

Unicode provides a unique number
for every character,
no matter what the platform,
no matter what the program,
no matter what the language.

ইউনিকোড আবিষ্কার হওয়ার আগে কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য শত শত লিপি সংকেত ছিল। একটি লিপি সংকেতের পক্ষে সব অক্ষরের সমর্থন দেয়া সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে ওই লিপি সংকেতগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে ঝামেলা করত বা এখনো করে। কারণ দুটি লিপি সংকেতে দুটি আলাদা অক্ষরের জন্য একই একক সংখ্যা (Unique Number) ব্যবহার করা হয় অথবা একই অক্ষরের জন্য আলাদা আলাদা একক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। যার জন্য, যে কোনো কম্পিউটারে অনেকগুলো লিপি সংকেতের সমর্থনের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, তার পরেও বিভিন্ন লিপি সংকেত বা প্ল্যাটফর্মের ডাটা প্রসেস করার সময় সেটা বিকৃত হয়ে যাওয়ার ভয় থেকেই যায়। আর এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইউনিকোডের আগমন।

ব্যক্তিগত বা দাফতরিক প্রয়োজনে আমরা প্রায়ই কোনো না কোন চিঠি বা নথি কম্পিউটার ব্যবহার করে বাংলা অথবা ইংরেজিতে লিখে উপস্থাপন করি আসছি। কখনো কি ভেবেছি কম্পিউটার এটা কীভাবে সম্পন্ন করল বা কম্পিউটারকে এ কাজের উপযোগী করতে একজন কম্পিউটার প্রফেশনালকে কি করতে হয়েছে ?

অপারেটিং সিস্টেম (যেমন- উইন্ডোজ এক্সপি/সেভেন অথবা লিনাক্স) ইন্সটল করা নতুন একটি সক্রিয় কম্পিউটারে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় টাইপ করতে হলে বা কম্পিউটারটি টাইপিংয়ের উপযোগী করতে হলে ব্যবহারকারীকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। অন্যথায় কম্পিউটারে মার্তৃভাষা কিংবা অন্য কোনো ভাষায় টাইপিং কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা একটি কম্পিউটারকে বাংলা অথবা ইংরেজি লেখার জন্য উপযোগী করতে হলে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

প্রথমত, টেক্সট এডিটর বা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট্ওয়্যার, যেখানে আমরা টাইপ করি। বর্তমানে কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে টেক্সট এডিটর হিসেবে নোটপ্যাড ও ওয়ার্ডপ্যাড বিল্ট-ইন রয়েছে। তবে আমরা এখনো পর্যন্ত অতি জনপ্রিয় মাইক্রোসফটের তৈরি একীভূত বাণিজ্যিক প্যাকেজ প্রোগ্রাম এমএস-অফিসের একটি কম্পোনেন্ট এমএস ওয়ার্ড-ই বেশি ব্যবহার করে থাকি।

দ্বিতীয়ত, কি-বোর্ড (Keyboard) লে-আউট, এটি হলো কি-বোর্ডের কি (Key) প্রেস করলে যে ক্যারেক্টার এডিটর স্ক্রিনে দেখা যাবে তা। ইংরেজি লিখার ক্ষেত্রে আমরা ইউএস-ইন্টারন্যাশনাল কি-বোর্ড লে-আউট ব্যবহার করে থাকি। বর্তমানে আমরা আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে কি-বোর্ড ব্যবহার করছি, তাতে ইউএস-ইন্টারন্যাশনাল কি-বোর্ড লে-আউট অনুসরণ করেই ইংরেজি অক্ষরগুলো সাজানো থাকে। অধুনা কয়েকটি ব্র্যান্ড ইংরেজি কি-বোর্ড লে-আউটের সঙ্গে দ্বৈতভাবে বাংলা বিজয় কি-বোর্ড লে-আউট অনুসরণ করে ইংরেজি অক্ষরের পাশাপাশি বাংলা অক্ষরগুলোকেও তুলে ধরছেন। কেউ কেউ আবার বাংলা টাইপের জন্য মুনির কি-বোর্ড লে-আউটও ব্যবহার করেন।

তৃতীয়ত, ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেইস সফট্ওয়্যার, বর্তমানে কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউএস-ইন্টারন্যাশনাল ও তার উপযোগী ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেইস সফট্ওয়্যার সেটআপ করা থাকে। ফলে টেক্সট এডিটর বা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফট্ওয়্যার থাকলেই অনায়েসে আমরা ইংরেজিতে টাইপ করতে পারছি। কিন্তু ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করে টাইপ করতে গেলেই যত বিপত্তি। আর এ বিপত্তি দূর করতেই যে ভাষায় টাইপ করতে চাই তার উপযোগী ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেইস সফটওয়্যার প্রয়োজন। বাংলা টাইপের বা লেখার জন্য জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেইস সফট্ওয়্যারগুলোর মধ্যে আছে বিজয় ও অভ্র। বিজয় বাণিজ্যিক হলেও অভ্র সবার জন্য উন্মুক্ত, ওয়েবপেইজ থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে অভ্র ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেইস সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা যায়। অভ্র ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেইস সফট্ওয়্যারে ন্যাশনাল (জাতীয়) কি-বোর্ড লে-আউটসহ আরো কয়েকটি কি-বোর্ড লে-আউট দেয়া আছে। যার মাধ্যমে পছন্দমতো কি-বোর্ড লে-আউট সিলেক্ট করে কাজ করা যায়, এমনকি নিজের ইচ্ছেমত কি-বোর্ড লে-আউট ডিজাইন করে তাও ব্যবহার করা সম্ভব অভ্রতে।

চতুর্থ, কি-বোর্ডের কোনো কি (Key) প্রেস করলে তার বিপরীতে যে ক্যারেক্টার এডিটর স্ক্রিনে দেখা যায় তা হ'ল ফন্ট বা অক্ষর। প্রতিটি ফন্টকে একক নাম্বার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ফন্টের আকার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী এডিটর স্ক্রিনে পরিবর্তন (ছোট/বড়) করা যায়। প্রতিটি ফন্টের নিজস্ব স্টাইল থাকে। সাধারণ স্টাইলকে রোমান বলা হয়, এছাড়াও বোল্ড এবং ইটালিক নামে দুই ধরনের স্টাইল রয়েছে। বিভিন্ন স্টাইলের ফন্ট গ্রুপকে (রোমান, বোল্ড ও ইটালিক) ফন্ট ফ্যামিলি বলা হয়।

তবে মজার বিষয় হচ্ছে ইউনিকোড ভিত্তিক ডকুমেন্টসমূহ দেখার জন্য যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমের ডিফল্ট প্রোগ্রামসমূহই যথেষ্ট।

ইউনিকোড কী?

ইউনিকোড বিশ্বের প্রতিটি ভাষার প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটি করে নম্বর প্রদান করে, সেটা যে প্ল্যাটফর্মেই হোক, সেটা যে প্রোগ্রামেই হোক, সেটা যে ভাষারই হোক।

বিশ্বের সকল ভাষার বর্ণমালা এবং চিহ্নসমূহকে একটিমাত্র কোড পদ্ধতির আওতাভূক্ত করতে Unicode পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এটা মূলত: ২ বাইট বা ১৬ বিটের কোড (Unicode Transformation Format-16 or UTF-16)। এই কোডের মাধ্যমে ২১৬ = ৬৫,৫৩৬ টি অদ্বিতীয় (unique) চিহ্নকে কম্পিউটারে উপস্থাপন করা যায়। ফলে যে সমস্ত ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য ৮ বিট অপর্যাপ্ত ছিল (চাইনিজ, কোরিয়ান, জাপানিজ ইত্যাদি) সে সকল ভাষার সকল চিহ্নকে সহজেই কোডভুক্ত করা সহজতর হয়েছে।

ইউনিকোডের কেন?

অনেকেই মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করেন, ইউনিকোড ছাড়াও কম্পিউটারে বাংলা লেখা বা পড়া সম্ভব। তাহলে ইউনিকোডের বিশেষত্ব কোথায় ? আসুন এবার সেই প্রশ্নটির উত্তরগুলো দেখে নিই-

- সাধারণ সফটওয়্যারের সাহায্যেও কম্পিউটারে বাংলা লেখা বা পড়া যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতিটি কিন্তু সার্বজনীন নয়। এক সফট্ওয়্যারে টাইপ করা বাংলা অন্য কোনো সফট্ওয়্যারে সম্পাদনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসে আপনি যেকোনো ফাইলের বাংলা লেখা পড়তে বা সম্পাদনা করতে পারবেন না। কিন্তু কোনো লেখা ইউনিকোডে লেখা হলে তা কম্পিউটারে যেকোনো ইউনিকোড ফন্ট ইনস্টল করা থাকলেই পড়তে পারবেন।
- ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে ইউনিকোড খুবই জরুরি। এখন ইন্টারনেটে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও ইউনিকোড ভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ সাইট আছে। এসব সাইট থেকে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় তথ্য খুঁজে বের করার কাজটি ইউনিকোড না থাকলে কখনোই সম্ভব হতো না। উল্লেখ্য, ইউনিকোড ছাড়াও বেশ কিছু বাংলা সাইট আছে, যা অনেক সহজে পড়া গেলেও এসব সাইট থেকে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে বাংলায় তথ্য খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।
- ই-মেইলে, যে কোনো ডকুমেন্টে সহজে বাংলা ব্যাবহার করা যাবে। মেসেঞ্জারে চ্যাট করা যাবে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে স্ট্যাটাস প্রদান করা যাবে। ইউনিকোড বাংলা টাইপিং এডিটরের সাহায্যে আপনি কম্পিউটারের যেকোনো ফোল্ডার বা ড্রাইভের নাম বাংলায় লিখতে পারবেন।
- যেহেতু বাংলা ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা মিশিয়ে ব্যবহার করা যায় তাই আপনি সহজে একে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় দেখতে পাবেন। ফন্ট না বদলে একই সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজিতে লেখা এবং দেখা সম্ভব। মনে করেন আপনি একটা ফাইল সেভ করবেন তার অর্ধেক নাম থাকবে বাংলায় এবং অর্ধেক ইংরেজিতে - এটা শুধুমাত্র সম্ভব ইউনিকোডে।
- প্রতিটি কম্পিউটার ব্যবহারকারীই নিজের মাতৃভাষায় একটি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের ইচ্ছে পোষণ করেন। আর এই কাজটিই সম্ভব হচ্ছে ইউনিকোড থাকার ফলে। ইতোমধ্যে লিনাক্স উবুন্টু'র কল্যাণে আমরা বাংলা অপারেটিং সিস্টেম 'শ্রাবনী' এবং ' হৈমন্তী' পেয়েছি।

■ *লেখক: মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র.কা.*

মঙ্গলের জন্য কৃত্রিম বাগান!

সম্প্রতি হলিউডের একটি চলচ্চিত্রে দেখা গেছে মানুষের মঙ্গল গ্রহে বসবাস পরিকল্পনার কাল্পনিক রূপায়ণ। চলচ্চিত্রটিতে মঙ্গল গ্রহে আটকে পড়া এক নভোচারীকে কৃত্রিম পরিবেশে ফসল উৎপাদন করতে দেখা যায়। যদিও তা ছিল একান্তই কল্পনা। এবার সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহে বসবাস পরিকল্পনার পাশাপাশি তারা চেষ্টা করছেন সেখানকার প্রতিকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম বাগান তৈরির। যেন নভোচারীরা ওই বাগান থেকে পাওয়া ফসল কাজে লাগিয়ে খাদ্যের সংস্থান করতে পারেন।

নাসা জানিয়েছে, খুব শিগগিরই তাদের মঙ্গলে মানুষবাহী নভোযান পাঠানোর পরিকল্পনা আছে। এমনিতে প্রতিটি স্পেস মিশনেই নভোচারীদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখা হয়। কিন্তু মহাকাশযান কিংবা মঙ্গলের পরিবেশ কাজে লাগিয়ে নভোচারীরা যেন নিজেদের খাদ্যসংস্থান নিজেরাই করতে পারেন, এখন তার একটি উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। এ জন্য একটি পরীক্ষামূলক বাগান তৈরিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইছেন ঠিক কোন ধরনের ফসল সেই কৃত্রিম বাগানে উৎপাদন করা সম্ভব।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টারের খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক জ্যেষ্ঠ প্রকল্প পরিচালক রালফ ফ্রিটশে বলেন, ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির মধ্যে জৈব রাসায়নিক অনেক উপাদান ও অণুজীবের অস্তিত্ব থাকে; কিন্তু মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠে সেই অর্থে মাটির কোনো অস্তিত্ব নেই। এ ছাড়া এর অনুর্বর পৃষ্ঠ ভর্তি আগ্নেয় শিলা আর নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিকে। তাই সেখানে ফসল উৎপাদনের চিন্তা খুবই চ্যালেঞ্জের।

তারপরও এ বিষয়ে গবেষণায় এগিয়ে এসেছে কেনেডি স্পেস সেন্টার ও ফ্লোরিডার টেক বাজ অলড্রিন স্পেস ইন্সটিটিউট। এই প্রকল্পের পরিচালক ট্রেন্ট স্মিথ জানান, উন্নত বিজ্ঞান ব্যবহার করে আমরা নভোচারীদের খাদ্যের সংস্থানের জন্য কৃত্রিম বাগান তৈরির চেষ্টা করছি। মঙ্গলের সঙ্গে মিল রেখে আমরা এর জন্য হাওয়াই দ্বীপ থেকে মাটি সংগ্রহ করেছি। সেখানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে লেটুস জাতীয় গাছ জন্মানোর চেষ্টা চলছে।

ভদ্র ব্যবহারে কমবে খাবারের দাম

কথায় আছে, ভালো ব্যবহারের কোনো জুড়ি নেই। তেমনি স্পেনের এক অদ্ভুত রেস্তোরাঁয় ভালো ব্যবহারে মিলবে কম দাম, আর খারাপ আচরণ করলে বিল দেয়ার সময় বাড়তি ১.৬৮ ইউরো গুনতে হবে ক্রেতাকে।

স্পেনের উপকূলীয় অঞ্চল কোস্টা ব্রেভাবার লান্সার 'বিউ গ্রিফেউ রেস্টুরেন্ট' ঢুকলে এমনই অদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হবেন আপনি। যদি আপনি খাবারের অর্ডার দেয়ার সময় স্টাফদের সাথে ভদ্র এবং সুন্দর ব্যবহার করেন তাহলে আপনাকে বিল দিতে হবে ২.৫২ ইউরো (৩ ডলার) আর আপনি যদি কর্কশভাবে কথা বলেন তাহলে আপনাকে গুনতে হবে ৪.২০ ইউরো (৫ ডলার)। আর যদি আপনি অর্ডার করার সময় 'প্লিজ' শব্দ ব্যবহার করেন বা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলেন তাহলে আপনাকে বিল দিতে হবে মাত্র ১.৯ ইউরো বা ১.৩০ ডলার। অর্থাৎ নম্রতার বোনাস হিসেবে এই ছাড় পাচ্ছেন আপনি।

রেস্তোরাঁর মালিক মারিসেল ভ্যালেন্সিয়া মাদ্রিদ বিশ্বাস করেন এটি একটি বিরাট পার্থক্য। তিনি বলেন, বর্তমানে মানুষ ব্যস্ততার কারণে কোনো কিছু বলার সময় 'প্লিজ' বলতে ভুলে যায়। আমি এ জন্য খাবারের মূল্যের সাথে এর বিচার করেছি যেন এর পার্থক্য ধরা পড়ে। তাহলে মানুষ ভদ্রতার চর্চা করবে এবং দৈনন্দিন জীবনে এর উন্নতি হবে।

মারিসেল কলোম্বিয়ার নাগরিক। তিনি জানান, তার দেশের মানুষ ক্যাশিয়ার এবং ওয়েটারদের সাথে অনেক ভদ্র আচরণ করেন কিন্তু স্পেনে আসা টুরিস্টদের ব্যবহার অনেক বাজে। ৪১ বছরের এই রেস্তোরাঁ মালিক বলেন, তিনি ফ্রান্সের রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তারা ক্রেতার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে দাম নির্ধারণ করে।

এলিয়েনদের সঙ্গে যোগাযোগে সতর্ক থাকতে বললেন হকিং

জগবিদ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মহাকাশের অন্য কোনো গ্রহে বাস করা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বা এলিয়েনদের সভ্যতায় মানুষের উপস্থিতি ঘোষণার বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিশেষ করে মানুষের চেয়ে প্রযুক্তিতে অগ্রসর কোনো এলিয়েন সভ্যতায় পা রাখলে তা মানুষের জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

স্টিফেন হকিংস ফেবারিট পেসেস শিরোনামের নতুন একটি অনলাইন চলচ্চিত্রে হকিং এই হুঁশিয়ারি দেন। সেখানে হকিং বলেন, শ্বেতাঙ্গ ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার মাটিতে পা রাখার পর আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে তাঁর যে অপ্রত্যাশিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, মানুষের সঙ্গে এলিয়েনদের প্রথম যোগাযোগের পর সে রকম কিছু ঘটতে পারে।

নতুন চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায়, হকিং মহাকাশযান এসএসে করে দর্শক-শ্রোতাদের নিয়ে যান মহাবিশ্বের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। এতে তিনি ১৬ আলোকবর্ষ দূরের সৌরজগতের বাইরের গ্রহ গিস ৮৩২সি-এর পাশ দিয়ে কাল্পনিক সফর করেন।

স্টিফেন হকিং বলেন, 'একদিন আমরা গিস ৮৩২সি-এর মতো গ্রহ থেকে সংকেত পেতে পারি, তবে এতে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান হতে হবে। তারা মহাশক্তিধর হতে পারে এবং আমাদের কাছে ব্যাকটেরিয়ার জীবনের যতটা দাম আছে এলিয়েনদের কাছে আমাদের জীবনের দাম ততটা না-ও থাকতে পারে।' হকিং বলেন, 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আগের চেয়ে আরো বেশি নিশ্চিত যে মহাবিশ্বে কেবল আমরাই থাকি না।'

ভিনগ্রহের প্রাণী বা এলিয়েনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে স্টিফেন হকিং এবারই প্রথম বলেননি। এলিয়েনের সন্ধানে কাছের নক্ষত্ররাজি স্ক্যানের উদ্দেশ্যে গত বছর 'ব্রেকথ্রু লিসেন' নামের একটি প্রকল্প উদ্বোধন করে হকিং বলেছিলেন, 'আমাদের বার্তা পাওয়া কোনো সভ্যতা আমাদের চেয়ে লাখ কোটি বছর এগোনো হতে পারে।'

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আইএমএফ নির্বাহী পর্ষদে ব্রিকস দুটি আসন চায়

ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) নির্বাহী পর্ষদে দুটি আসন চেয়েছে। উদীয়মান দেশগুলোর নতুন এ জোট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসন দুটি ছেড়ে দেয়ার জন্য ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের গোয়া অঙ্গরাজ্যের বেনোলিমে দুদিনের সম্মেলন শেষে ব্রিকস দেশগুলোর যৌথ ঘোষণায় এ আহ্বান জানানো হয়।

দুদিনব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন শেষে ব্রিকস নেতারা ১৬ অক্টোবর ২০১৬ এ যৌথ ঘোষণা দেন। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট মিশেল তেমার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা এ সম্মেলনে যোগ দেন। 'সংবেদনশীল, সামুদয়িক ও সার্বিক সমাধান' নির্মাণের প্রত্যয়ে প্রদত্ত যৌথ ঘোষণায় ব্রিকস দেশগুলোর অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনায় আস্থার কথা জানানো হয়।

ফার্স্টপোস্ট ও এএফপির রিপোর্টে বলা হয়, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার কথা মাথায় রেখে ব্রিকস জোট উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সহায়তা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে সহায়তার জন্য উন্নত দেশগুলোর মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছে ব্রিকস। ব্রিকস জোটের পাঁচ নেতা গত মাসে চীনের হ্যাংঝৌতে গ্রুপ অব টোয়েন্টির (জি২০) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। ব্রিকসের যৌথ ঘোষণায় জি২০ কর্মপরিকল্পনাকে স্বাগত জানানো হয়। ব্রিকস দেশগুলো এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

আইএমএফ সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে ব্রিকস দেশগুলো সংস্থাটিকে শক্তিশালী, কোটাভিত্তিক ও পর্যাপ্ত সম্পদশালী করার বিষয়ে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। আইএমএফের মুদ্রা ঝুড়িতে চীনা মুদ্রা রেনমিনবির অন্তর্ভুক্তিকে ব্রিকস জোট স্বাগত জানিয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো আইএমএফের নির্বাহী পর্ষদে দুটি আসন উদীয়মান বিশ্বের জন্য ছেড়ে দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছিল, ব্রিকসের যৌথ ঘোষণায় তা পূরণের আহ্বান জানানো হয়। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ব্রিকস সদস্যদের প্রতি আরো আস্থাবর্ধক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান

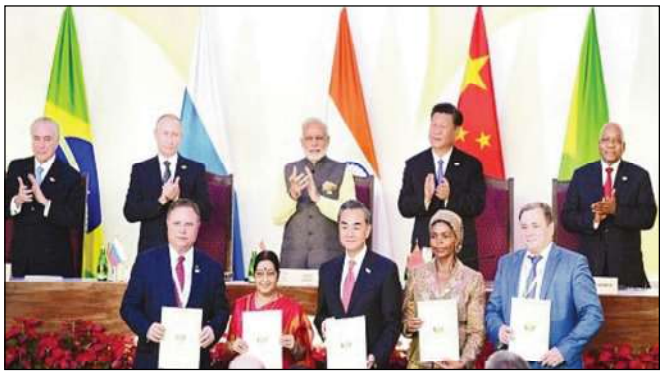

সম্মেলনে ব্রিকস নেতারা

জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্রিকস দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং নৈপুণ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নের আহ্বান জানান।

সম্মেলনে ব্রিকস দেশগুলো নিজেদের একটি স্বতন্ত্র রেটিং এজেন্সি গড়ার প্রশ্নে একমত হয়েছে। ব্রিকসের একাধিক সদস্য দেশ মুডি'স, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স ও ফিচ রেটিংস বিদ্যমান এ তিন বৈশ্বিক রেটিংস এজেন্সির বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোগ করে আসছে। রেটিংস এজেন্সি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ব্রিকসের যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, স্বচ্ছতা ও সমাজভিত্তিক বৈশ্বিক আর্থিক অবকাঠামো গড়ার প্রশ্নে আমাদের যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সেজন্য ব্রিকসের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। ব্রিকস রেটিংস এজেন্সি গড়ে তোলার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি) প্রেসিডেন্ট কেভি কামাথ বলেছেন, মুডি'স, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স ও ফিচ রেটিংস যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তা উদীয়মান দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। কেভি কামাথ উল্লেখ করেন, প্রচুর পরিমাণ পুঁজি সমর্থন থাকলেও এনডিবির মতো বহুপক্ষীয় ব্যাংকগুলোর রেটিংকে অভিভাবক দেশের রেটিংসের কারণে প্রভাবিত হতে হয়।

সৌদি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য সংকট

তেলের নিম্নমুখী দামের প্রভাবে সৌদি আরবের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা শিথিলায়নে আর্থিক ব্যবস্থায় অর্থছাড়ের পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি। তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থছাড় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাবে না বরং আরো চাপ বাড়াবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ব্লুমবার্গের খবর অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর ২০১৬ দেশটির আন্তঃব্যাংক সুদহার আগস্টের পর সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। ত্রৈমাসিক সৌদি আন্তঃব্যাংক প্রস্তাবিত হার বা সিবোর ৮৪ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে ২ দশমিক ৩৮৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আগস্টে সৌদি ব্যাংকগুলোর ঋণ-আমানতের অনুপাত বেড়ে ৯০ দশমিক ৮ শতাংশ হয়েছে। এরই মধ্যে ঋণসীমা শিথিলের মাধ্যমে নগদ অর্থের সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে সৌদি এরাবিয়ান মনিটারি এজেন্সি (সামা-সৌদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক)। এছাড়া নতুন ঋণ সুবিধা প্রস্তাবসহ আর্থিক ব্যবস্থায় অর্থ ছাড়ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বরে প্রতিশ্রুত ৫৩০ কোটি ডলার (২ হাজার কোটি রিয়াল) রয়েছে। তবে এ পদক্ষেপও সহজে সুদহারের উর্ধ্বগতি টেনে ধরতে পারবে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গালফ রিসার্চ সেন্টার ফাউন্ডেশনের অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালক জন স্ফাকিয়ানাকিসের মতে, শুধু একবার ৫০০ কোটি ডলার ছাড় সুদহার সহজে কমিয়ে ফেলবে না। এর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তারল্য ছাড়ের প্রয়োজন পড়বে। ৫০০ কোটি ডলার ছাড় একটি উত্তম প্রচেষ্টা কিন্তু সৌদি ব্যাংকের সম্পদের আকার অনুসারে এ ধরনের অতিরিক্ত কয়েকটি ছাড়ের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য পতনের পর হতে আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে শুরু করে। সৌদি আরবের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমেই মন্থর হয়ে পড়ছে। গত বছর বিশাল বাজেট ঘাটতি প্রকাশের পর সরকার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় ব্যাংকগুলো আমানত সংকটে পড়ে।

ডলার, ইউয়ান, পাউন্ডের মান কমেছে

চীনা ইউয়ানের মান গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্নের কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি শিথিল থাকবে, এমন গুজবের প্রভাবে ডলারের মান কিছুটা কমেছে। তবে নিউজিল্যান্ড ডলারের মান খানিকটা বাড়তে দেখা গেছে। ব্লুমবার্গের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮ অক্টোবর ২০১৬ দেখা যায়, সাংহাইয়ের মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলারের বিপরীতে চীনা মুদ্রার মান দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৭৩৯২ ইউয়ান। হংকংয়ের ওভারসিজ মার্কেটে ডলারের বিপরীতে চীনা মুদ্রাটির মান ছিল ৬ দশমিক ৭৫ ইউয়ান।

ফরাসি আর্থিক সেবা কোম্পানি সোসিয়েতে জেনারেলে একটি রিসার্চ নোটে বলেছে, আগামী ১২ মাসে ডলারের বিপরীতে অনশোর ইউয়ানের মান নিশ্চিতভাবেই ৭ দশমিক ১-এ গিয়ে দাঁড়াবে। তবে ইউয়ানের বর্তমান দুর্বল অবস্থা আরো দুই থেকে তিন মাস অব্যাহত থাকতে পারে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। এদিকে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ১০টি মুদ্রার গ্রুপের সব মুদ্রার বিপরীতে ডলারের মানে পতন হয়েছে। প্রতি ইউরো ও ইয়েনের বিপরীতে ডলারের মান কমেছে যথাক্রমে দশমিক ২ শতাংশ ও দশমিক ১ শতাংশ। ইউয়ান বা ডলারের মান কমলেও নিউজিল্যান্ড ডলারের মান উর্ধ্বমুখী ছিল। মার্কিন ডলারের বিপরীতে নিউজিল্যান্ড ডলারের মান দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। নভেম্বর ২০১৬ এর বৈঠকে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাতে পারে, এমন সম্ভাবনার কারণে মুদ্রাটির মান বাড়তে দেখা গেছে। আরেক মুদ্রা পাউন্ডও গত নয়মাসে ডলারের বিপরীতে ১৭ শতাংশ বিনিময় মূল্য হারিয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে নতুন সংগ্রহ

পাঠকদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি উন্নয়ন, অর্থনীতি, সাম্প্রতিক ইস্যু ও সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই ও সাময়িকী সংগ্রহ করে। প্রকাশনাগুলো পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকগণ ব্যক্তিগতভাবে যেমন উপকৃত হন তেমনি সামষ্টিকভাবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। নিম্নে পাঠকগণ এক নজরে সাম্প্রতিক সময়ে সংগৃহীত নিম্নোক্ত বই/সাময়িকী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

হাজার বছরের বাংলা গান

- মোনায়েম সরকার (সম্পাদনা)
  আগামী প্রকাশনী, ঢাকা; ২০১৪

আগামী দিনের বাংলাদেশ

- নজরুল ইসলাম
  প্রথমা, ঢাকা; ২০১২

আমার বেলা যে যায়

- এবিএম মূসা
  প্রথমা, ঢাকা; ২০১৪

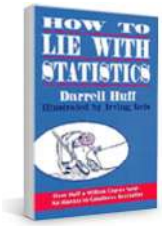

How to Lie With Statistics

- Darrell Huff
  Norton, USA; 1982

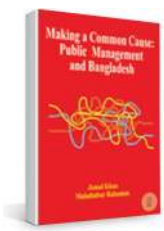

Making a Common Cause: Public Manangement and Bangladesh

- Jamal Khan and Mahabubur Rahman
  APPL, Dhaka; 2016

Unconditional Love
Story of Adoption of 1971 War Babies

- Mustafa Chowdhury
  APPL, Dhaka; 2016

Global Financial Development Report 2015-2016

Long-Term Finance

World Bank Group
Format: e-Report

International Financial Statistics (July 2016)

International Monetary Fund
Format: Hard Copy with CD

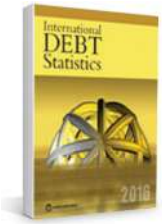

International Debt Statistics 2016

World Bank Group
Format: e-Report

World Development Indicators 2016

World Bank Group
Format: e-Report

World Development Report 2016

Digital Dividends

World Bank Group
Format: e-Report

Global Banking and Financial Policy Review 2016/2017

IFLR Year Books
Edited By: Matthew Seex
Format: Hard Copy

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মুন্‌সি শফিকুল আজম

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/৯/২০১৬
খুলনা অফিস

মোঃ ছানোয়ার হোসেন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১০/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১০/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-১

মঞ্জু রানী পাল

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/২/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১০/২০১৬
খুলনা অফিস

খন্দকার ইয়াকুব আলী

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৪/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ আলী হোসেন-৩

(ফোরম্যান টেকনিক্যাল)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/৫/২০১৬
বিভাগ : সিএসডি

শোক সংবাদ

মোঃ আবদুর রাজ্জাক-১

(যুগ্মপরিচালক)
জন্ম : ১৩/২/১৯৫৮
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৭/১৯৭৮
মৃত্যু : ১০/৮/২০১৬

রমিসা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
জন্ম : ৩/৭/১৯৫৯
ব্যাংকে যোগদান : ৩১/১০/১৯৮৩
মৃত্যু : ৩/৯/২০১৬
বিভাগ : গভর্নর সচিবালয়, প্র.কা.

মোঃ জয়নাল আবেদীন-৮

(যুগ্মপরিচালক)
জন্ম : ২০/৩/১৯৫৮
ব্যাংকে যোগদান : ২১/৭/১৯৮৭
মৃত্যু : ৩/১০/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ হানিফ

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
জন্ম : ১০/৯/১৯৬৫
ব্যাংকে যোগদান : ২৩/১২/১৯৮৪
মৃত্যু : ৯/১০/২০১৬
সিলেট অফিস

মোঃ মনছুর আলী-৪

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
জন্ম : ১/৯/১৯৬০
ব্যাংকে যোগদান : ৭/৭/১৯৮০
মৃত্যু : ১৩/৬/২০১৬
মতিঝিল অফিস

২০১৬ সালে এইচএসসি জিপিএ-৫

সাদিয়া আফরিন
সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রুমা খাতুন
পিতা: এ বি এম মনজুর করিম
(ডিএম, খুলনা অফিস)

নিশাত জাহান মীম
সরকারি পাইওনিয়ার গার্লস কলেজ, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ডালিয়া মমতাজ
পিতা : মোঃ আব্দুল মান্নান
(ডিএম, খুলনা অফিস)

মোঃ নাজমুস সাকিব
সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কানিজ করিম কামরুন
পিতা : মোঃ রফিকুল ইসলাম-৩
(ডিএম, খুলনা অফিস)

স্বপ্নীল বড়ুয়া বাধন
হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজ, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পূরবী বড়ুয়া
পিতা: অশোক কুমার বড়ুয়া
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

ফারহানা ইয়াছমিন
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা বেগম
পিতা: মজিব উল্যাহ
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

নাভিদ আল-মুসাব্বির
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ নায়িমা সুলতানা
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোহাঃ আবদুস সালাম
(জেডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.)

ফারহানা কানিজ মিতি
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রাশেদা বেগম
পিতা: মোঃ আবুল বাসার
(ডিএম, সিলেট অফিস)

২০১৫ সালে জেএসসি জিপিএ-৫

মাহদি মুহাম্মাদ তাহমিদ
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: নাসরিন সুলতানা
পিতা: মোঃ রফিক উল্যা
(ডিজিএম, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বর্ণিল পথচলা

'We wanna speak in English, nothing gonna change our mind'-এই স্লোগান নিয়ে ২৮ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বাংলাদেশ ব্যাংক (ELC, BB) এর কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে (প্রধান কার্যালয়ের ২য় সংলগ্নী ভবনের ২৭ তলায়) ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিবের প্রস্তাবনায় উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল মজিদ চৌধুরীকে আহ্বাহক করে নয় সদস্যের একটি এড্হক কমিটি গঠনের মাধ্যমে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইংরেজিতে অধিক পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বহির্বিশ্বের সাথে আরো দক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে চৌকস করার লক্ষ্যে এবং ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের একই ছাতার নিচে আনার প্রত্যয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্র রয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২১ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। কমিটির ১ম প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের মহাব্যবস্থাপক লাইলা বিলকিস আরা এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক নুরুন নাহার। পরবর্তী সময়ে বিবিটিএ মিরপুরে স্থানান্তর হওয়ায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারেক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অবসরে যাওয়ায় তাঁর স্থানে উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব ও মোঃ আব্দুল মজিদ চৌধুরী যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে ২০০৮ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোঃ মকবুল হোসেন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, শুরু থেকেই ল্যাংগুয়েজ ক্লাবে তিন সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিতে মহাব্যবস্থাপক (অবঃ) এ, কে, এম, আব্দুল ওয়াদুদ, এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় এবং এফআরটিএমডির উপমহাব্যবস্থাপক কাজী রফিকুল হাসান তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সংগঠনটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব একটি সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক ও জ্ঞান-নির্ভর সংগঠন যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল- দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ইংরেজিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলা ও লেখা সর্বোপরি যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানো, বাংলাদেশ ব্যাংকে ইংরেজি ভাষা জ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগ এবং তা কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান; ষাণ্মাসিক, বার্ষিক নিউজলেটার ও নির্দেশিকা বা পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশ করা, বহির্বিশ্বের সাথে ইংরেজিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরো বেশি দক্ষতা বাড়ানো এবং সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বিতর্ক কর্মসূচির আয়োজন করা।

২০০৭ সালে তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক জিয়াউল হাসান সিদ্দিকীকে প্রধান অতিথি ও কে, এম, জামশেদুজ্জামানকে (বর্তমান প্রিন্সিপাল বিবিটিএ) বিশেষ অতিথি করে 'English and It's use at Bangladesh Bank'- শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এরপর ২০১০ সালে একটি সেমিনার ও ২০১৩ সালে 'English as a second language'- শীর্ষক একটি সেমিনার জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, ৩১ মে ২০১৬ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাইব্রেরির ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে, ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে 'English as a Second Language (ESL) and Communication Skill' শীর্ষক একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রাক্তন রেসিডেন্ট ম্যাক্রোপ্রুডেনশিয়াল সুপারভিশন অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্কি ও সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ড. ফয়সল আহমেদ প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্রতি মাসে অন্তত ১-২টি করে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা পরিচালনা করে। মূলত ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩০ তলা ভবনের এর ৪র্থ তলায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদের অফিস কক্ষে (দুপুর ১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে একই ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের সেমিনার রুমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে সমসাময়িক বিষয়ের উপর উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া, ইংরেজি ভাষা (ইংরেজি শোনা, পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি) চর্চার অংশ হিসেবে বর্তমানে প্রায় ৫০০ সদস্য ফেসবুকে English Language Club, BB নামক গ্রুপে ক্লাবের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ইংরেজি ভাষা এখন শুধু একটি lingua franca নয়, এটি এখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী প্রযুক্তি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাব অন্যদের সাথে খুব সহজেই প্রকাশ করতে পারি। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সংগঠন হিসেবে এর কর্মকর্তাদের এই প্রযুক্তিতে আরো বেশি শাণিত করার মোক্ষম রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা।